বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>308 >>06 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩০৮ >> << ০৬ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

ট্রাইটন দ্বীপে চীনের দখলদারিত্বের বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ান

নিউ ইয়র্ক ঃ ট্রাইটন দ্বীপের স্যাটেলাইট চিত্রগুলিতে একটি নতুন কাঠামো দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দক্ষিণ চীন সাগরে সামুদ্রিক দাবিকে সমর্থন করার জন্য এটি চীনের সামরিক সম্প্রসারণের একটি অংশ। এই ছবিগুলো যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ানে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। প্যারাসেলস দ্বীপপুঞ্জের অংশ ট্রাইটন দ্বীপ বিতর্কিত অঞ্চলের সর্বসাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছে। চীন প্যারাসেলস এবং নিকটবর্তী স্প্রেটলি দ্বীপপুঞ্জকে তাদের নিজস্ব সামুদ্রিক অঞ্চল বলে দাবি করে। তারা এই দ্বীপ এলাকায় তাদের সামরিক স্থাপনা সম্প্রসারণ করছে। ভিয়েতনাম ও তাইওয়ান যথাক্রমে প্যারাসেলস ও স্প্রেটলি দ্বীপপুঞ্জকে নিজ ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবি করে। যুক্তরাষ্টকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ২টি বেইজিংয়ের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা সম্প্রসারণের উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি চীন ট্রাইটনে খুব দ্রুত একটি নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। প্ল্যানেট ল্যাবস পিবিসি থেকে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে গত সপ্তাহে এপি এই স্থাপনাটিকে এয়ারস্ট্রিপ হিসেবে ঘোষণা করে।

বাজার দর
SENSEX : 65433.30 +213.27
NIFTY : 19444.00 +47.55

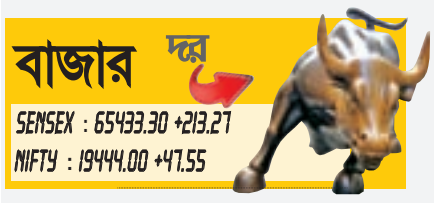

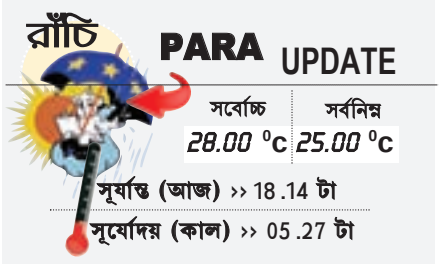

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .14 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .27 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কামালা হ্যারিসকে আসিয়ান সম্মেলনে পাঠিয়ে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ ইংেদানেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসয়িান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি সেই সময় ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসকে পাঠাচ্ছেন। হোয়াইট হাউঝ মঙ্গলবার (২২ অগাস্ট) এ ঘোষণা দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের প্রমাণ হিসেবে বাইডেন আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ভারতে থাকবেন। বিশ্বের ২০টি বৃহৎ অর্থনীতির দেশের নেতাদের বার্ষিক সম্মেলনের দুই দিন আগে ভারতে আসছেন তিনি। আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর জি২০ সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এ জোটের দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর, ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করা এবং বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। মঙ্গলবার এক ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভান সংবাদদাতাদের বলেন, নয়া দিল্লিতে অবস্থানকালে বাইডেন ২০২৬ সালের জি২০ সম্মেলনের আযো়েজনসহ অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রধান ফোরাম হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবেন। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও আসিয়ানের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন অংশ নিয়েছিলেন।পূর্ব এশিয়ার এই শীর্ষ সম্মেলন একটি আঞ্চলিক ফোরাম যা আসিয়ান প্রতিবছর আয়োজন করে থাকে। এর অংশীদাররা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া। তখন এই সমালোচনা হয়, বৈঠকে ব্যক্তিগতভাবে অংশ না নিয়ে বাইডেন এই ধারণা তৈরি করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে চীনের কাছে প্রভাব হস্তান্তর করছে। সালিভান অবশ্য এই সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। গত মে মাসে ঋণের সীমা নিয়ে অভ্যন্তরীণ সমালোচনার কারণে পাপুয়া নিউগিনিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম সফর বাতিল করতে বাধ্য হন তিনি।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ভারতীয় মহাকাশযানের সফল অবতরণ

নয়া দিল্লি ঃ মহাকাশে দীর্ঘ এক মাস নয় দিনের যাত্রা শেষে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-থ্রি চাঁদের বুকে অবতরণ বা 'সফট ল্যান্ডিং'য়ের প্রথম লক্ষ্য আজ সফলভাবে অর্জন করছে, যা ভারতকে বিশ্বের এলিট 'স্পেস ক্লাবে' জায়গা করে দিল।

বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত এই গৌরব অর্জন করল - আর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের দিক থেকে তারাই হল প্রথম দেশ। গত ১৪ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে চন্দ্রযান-থ্রির এই যাত্রা শুরু হয়েছিল।

আজ সন্ধ্যায় অবতরণের নির্ধারিত মুহূর্তটি সফলভাবে পার হয় কি না, তার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসী অধীর উৎকন্ঠা নিয়ে টেলিভিশনের সামনে অপেক্ষা করছিলেন - যেখানে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর দেওয়া অভিযানের প্রতিটি মুহূর্তর আপডেট লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছিল।

ভারত সন্ধ্যা ছ'টা বাজার মিনিটকয়েক পরেই সেই সফট ল্যান্ডিং সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা হতেই সারা দেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। রাস্তায় রাস্তায় আতসবাজি ফাটানো ও মিষ্টি বিলি করা শুরু হয়ে যায় - অনেকেই তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা নাড়াতে শুরু করে দেন। দক্ষিণ অফ্রিকায় ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এদিন লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে ইসরোর মিশন সেন্টারে চন্দ্রযান অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সফট ল্যান্ডিং সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান এবং বলেন এই মুহুর্তটি হল নতুন ভারতের নতুন উড়ান! তিনি আরও বলেন, আজ নিউ ইন্ডিয়া বা নতুন ভারতের বিজয় ঘোষিত হল। এই মুহুর্তটি আসলে ১৪০ কোটি ভারতীয়র হৃদস্পন্দনের শক্তি!

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন সংস্থা দূরদর্শন, প্রায় সবগুলো বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ইসরোর ওয়েবসাইট ও তাদের ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে বিকেল সাড়ে পাঁচটার আগে থেকেই চন্দ্রযান-থ্রির শেষ ধাপের যাত্রার প্রতিটি মুহুর্ত লাইভ টেলিকাস্ট করা হচ্ছিল। চন্দ্রযান-থ্রির 'বিক্রম' নামক ল্যান্ডারটি চাঁদের বুকে সফলভাবে নামতেই ইসরোর মিশন সেন্টারে বিজ্ঞানীরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা অভিনন্দন জানাতে থাকেন।

সোশ্যাল মিডিয়া ভেসে যায় শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনের বার্তায়। এর আগে ২০১৯ সালে ভারতের চন্দ্রযান-টু মহাকাশযান চাঁদের বুকে সফট ল্যান্ডিংয়ের লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রায় চার বছর বাদে এসে চন্দ্রযান-থ্রি কিন্তু সেই লক্ষ্যে পুরোপুরি সফল হল।

এই অভিযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি অবতরণ করেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে, যেখানে সম্প্রতি জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও মনোযোগ এখন চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই অঞ্চলটিতেই। এই সফট ল্যান্ডিংয়ের পর এখন পরবর্তী ১৪ দিন (যেটা এক চান্দ্র দিবসের সমান) ধরে চন্দ্রযান-থ্রির মুন রোভার 'প্রজ্ঞান' চাঁদের বুক থেকে নানা ছবি ও ডেটা পাঠাতে থাকবে।

চোদ্দ দিন পর প্রজ্ঞান রোভারের সক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর কারণ এটির শক্তির উৎস হল সৌরশক্তি চালিত সোলার সেল - আর একটা পর্যায়ের পর ওই সেলগুলো সূর্যালোকের আড়ালে চলে যাবে।

এই দুসপ্তাহের মধ্যে চন্দ্রযান-থ্রি পর্যায়ক্রমিকভাবে একটার পর একটা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবে। যার মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী ধরনের খনিজ পদার্থ আছে, তার একটি স্পেক্ট্রোমিটার অ্যানালিসিসও থাকবে।

এই চন্দ্রযান মিশন - যা ভারতের 'লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রাম' নামেও পরিচিত - তার আওতায় ইসরোর বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চাঁদের অভিমুখে মোট তিনটি মহাকাশযান পাঠিয়েছেন।

২০০৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথমবারের মতো ভারতের লুনার এক্সপ্লোরেশন বা চন্দ্র অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। এরপর ২০০৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১, যা সফলভাবে চাঁদের কক্ষপথে বা লুনার অরবিটে প্রবেশ করেছিল। তখন অবশ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং।

চন্দ্রযান-টু চাঁদে অবতরণের চেষ্টা করলেও সেই অভিযান কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান-টুর ল্যান্ডার বিক্রম যখন টাচডাউনের চেষ্টা করে, তখন ব্রেকিং সিস্টেমে কিছু অসঙ্গতির কারণে সেটি চাঁদের বুকে ক্র্যাশ করে।

এর ফলো-আপ হিসেবেই চন্দ্রযান-থ্রির পরিকল্পনা করা হয় - যার প্রধান লক্ষ্য ছিল চাঁদের বুকে নিরাপদে 'সফট ল্যান্ডিং' নিশ্চিত করা এবং তারপর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো।

ইসরোর তথ্য অনুসারে, চন্দ্রযান-থ্রি অভিযানে মোট ৬১৫ কোটি ভারতীয় রুপি বা ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো খরচ হয়েছে।

এমন কী চার বছর আগেকার চন্দ্রযান-টুর চেয়েও অনেকটা কম খরচ হয়েছে এই অভিযানে।

এত কম খরচে পৃথিবীতে কোনও সফল মহাকাশ অভিযান লঞ্চ করার নজির খুব কমই আছে।

বস্তুত চন্দ্রযান-থ্রির খরচ হলিউডের বহু বিগ-বাজেট ও ব্লকবাস্টার ছবির নির্মাণের খরচের চেয়েও অনেক কম বলে বলা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক হলিউড মুভি ওপেনহাইমার তৈরির চেয়েও কম খরচে সম্পন্ন হয়েছে চন্দ্রযান-থ্রি। সমসাময়িক আর একটি ছবি 'বার্বি'র নির্মাণে যা খরচ হয়েছে, তার মাত্র অর্ধেক লেগেছে এই মহাকাশ অভিযানে।

এই অভিযানটি ২০২০ সালেই পরিচালিত হবে বলে প্রথমে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু কোভিড মহামারির জন্য সেই পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

চন্দ্রযান-টুর ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসরোর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-থ্রিতে বেশ কিছু উন্নতি সাধন করেছিলেন, যাতে এবারে সফট ল্যান্ডিং একশোভাগ সফল হতে পারে।

ইসরোর অধিকর্তা, মহাকাশবিজ্ঞানী এস সোমনাথের কথায়, আমাদের প্ল্যান এ কোনও কারণে বানচাল হলে তার জন্য প্ল্যান বি প্রস্তুত ছিল। এমন কী সেই ব্যাকআপেরও ব্যাকআপ তৈরি ছিল!

এই মহাকাশযানের মোট তিনটি অংশ ছিল ঃ একটি ল্যান্ডার মডিউল (এল এম), একটি প্রোপালশন মডিউল (পিএম) আর একটি রোভার।

বিক্রম নামে এই রোভারের নামকরণ করা হয়েছিল ভারতের প্রবাদপ্রতিম মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের নামানুসারে। ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাইকে ভারতের মহাকাশ চর্চার পথিকৃৎ বলেও গণ্য করা হয়। মৃত্যুর বাহান্ন বছর বাদে সেই বিক্রম সারাভাইয়ের নামাঙ্কিত মুন রোভারই ভারতকে মহাকাশচর্চার ইতিহাসে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল।

বিদ্রোহ রাশিয়া পর্যবেক্ষক বিদ্রোহের পর তাকে 'ডেড ম্যান ওয়াকিং' বা 'হাঁটাচলা করা মৃত ব্যক্তি' হিসবে বর্ণনা করেছেন

বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনের মৃত্যুর জোর সম্ভাবনা

মস্কো ঃ রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধা দলের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোজিন বিধ্বস্ত হওয়া একটি জেট বিমানের আরোহী যাত্রীদের তালিকায় ছিলেন। ওই বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর আরোহী ১০ যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছে বলে রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ভাড়াটে যোদ্ধাদের গ্রুপ ওয়াগনারের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলা হচ্ছে, তার ব্যক্তিগত বিমানটিতে গুলি করে ভূপাতিত করেছে রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

গ্রে জোন নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলের একটি পোস্টে বলা হয়, প্রিগোজিন রাশিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পদক্ষেপের ফল স্বরূপ মারা গেছে। গ্রে জোন চ্যানেলটি ওয়াগনার গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রিগোজিন গত জুন মাসে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অসমাপ্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

যদিও রাশিয়ার ভেতরে এবং বাইরের অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, এই বিদ্রোহটি আসলে সাজানো ছিল এবং প্রিগোজিন মস্কোর দিকে তার ন্যায় যাত্রা প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরাসরি নির্দেশ পাওয়ার পরই বাতিল করেছিল।

বুধবার রাজধানী মস্কোর উত্তর-পশ্চিমের টিভের এলাকায় বিমান বিধ্বস্তের এই ঘটনাটি একই দিনে ঘটে যেদিন রুশ জেনারেল সের্গেই সুরোভিকিনকে বিমান বাহিনীর প্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। জেনারেল সুরোভিকিনের সাথে প্রিগোজিনের ভাল সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায় এবং বিদ্রোহের পর তাকে আর জন সমক্ষে দেখা যায়নি।

রাশিয়ার রোসাভিয়াতসিয়া বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, প্রিগোজিনের বিমানটি ছিল একটি এমব্রায়ার ১৩৫, যেটি মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গের দিকে যাচ্ছিল। বিমানটিতে সাত জন যাত্রী ও তিন জন ক্রু ছিল।

তারা জানায়, ২০১৪ সালে ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সিনিয়র কমান্ডার দিমিত্রি উৎকিনও ওই বিমানের যাত্রীদের তালিকায় ছিলেন।

বিমানটি কুঝেনকিনো নামে একটি গ্রামের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এই গ্রামটি মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গের দিকে যেতে অর্ধেক পথ পেরোনোর পর পরই অবস্থিত।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ৬২ বছর বয়সী প্রিগোজিনের মরদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে এবং শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, ১০টি মরদেহের মধ্যে সবগুলোই উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রে জোন বলছে, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগে স্থানীয় বাসিন্দারা দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে এবং তারা দুটি জায়গায় ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে।

সংবাদ সংস্থা তাস বলেছে, বিমানটি মাটিতে পরার পর তাতে আগুন ধরে যায়। তারা জানায়, বিমানটি প্রায় আধা ঘণ্টারও কম সময় ধরে আকাশে উড়েছে। বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে এবং জরুরী সেবা বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থল তল্লাসি করে দেখছে।

একই সাথে গ্রে জোন জানিয়েছে যে, প্রিগোজিনের মালিকানাধীন দ্বিতীয় আরেকটি বিমান মস্কো এলাকায় নিরাপদে অবতরণ করেছে।

ভাড়াটে যোদ্ধাদের এই গ্রুপটিতে ২৫ হাজার যোদ্ধা রয়েছে।

এই গ্রুপটি ইউক্রেন, সিরিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় সক্রিয় এবং নৃশংসতার জন্য তারা পরিচিতি পেয়েছে।

প্রিগোজিন গত ২৩-২৪শে জুন সংগঠিত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। সেসময় তিনি তার যোদ্ধাদের ইউক্রেন থেকে সরিয়ে এনে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রস্তভ-অন-ডন দখলে নেন এবং মস্কোর দিকে যাত্রা করার হুমকি দেন।

২০১৪ সালে প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার পর রুশ সামরিক কমান্ডারদের সাথে কয়েক মাস ধরা চলা উত্তেজনার পর এই ঘটনা ঘটে। দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান নেয়ার এই ঘটনার নিষ্পত্তি হয় একটি চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি অনুযায়ী, ওয়াগনার যোদ্ধাদের বেলারুশে চলে যাওয়া বা রুশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

প্রিগোজিন নিজেও বেলারুশে স্থানান্তরিত হতে সম্মত হন কিন্তু তাকে আসলে রাশিয়ার মধ্যেই নির্বিঘ্নে চলাচল করতে এবং জনসমক্ষে হাজির হতে দেখা গেছে। একই সাথে তার আফ্রিকায় থাকার কথিত একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়।

বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাব্য ঘটনাস্থল। তবে এটি সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

কিন্তু অনেক রাশিয়া পর্যবেক্ষক বিদ্রোহের পর তাকে 'ডেড ম্যান ওয়াকিং' বা 'হাটাচলা করা মৃত ব্যক্তি' হিসবে বর্ণনা করেছেন।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়ংকর ছিল। তিনি ২৪ জুনের একটি ভিডিও বার্তায় একে একটি বিশ্বাসঘাতকতা ও পেছন থেকে ছুরিকাঘাত বলে অভিহিত করেন।

ওয়াগনারের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তার মানে এটা ছিল না যে সে সুরক্ষিত।

প্রতিশোধ, উচ্চারণ করে সিআইএ এর পরিচালক উইলিয়াম বার্নস মন্তব্য করেছিলেন, একটু দেরিতে নেয়াটাই পুতিন পছন্দ করেন।

তবে এসবের কিছুই এটা প্রমাণ করে না যে প্রিগোজিন ও তার সফরসঙ্গীদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে টার্গেট করা হয়েছিল।

কিন্তু সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে তার মৃত্যুর খবর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় এবং যদি বলা হয় যে এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল, তাহলে তা অনেকগুলো ভ্রু কুঁচকানোর কারণ অবশ্যই হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তিনি প্রিগোজিনের সম্ভাব্য মৃত্যুর খবর শুনে অবাক হননি।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

শিলিগুড়িতে নাবালিকা পাচারের অভিযোগে বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে নাবালিকা পাচারের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক অভিযুক্ত ।ধৃতের নাম মহম্মদ সলমান। তাকে বিহারের দ্বারভাঙা থেকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি জংশন জি আর পি থানা ।গত ১১ আগস্ট নাবালিকা পাচারের অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রীকে । পাশাপাশি পাচারের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানা। অভিযোগ, চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই নাবালিকাকে দিল্লীতে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। শিলিগুড়ি জংশন জিআরপিতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হতেই প্রথমে মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও সাহেদা আনসারি নামে দুজনকে গ্রেফতার করে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই নাবালিকাকে এনজেপি থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় আরও তিন মহিলাকে। ধৃতদের নাম সুহানা আনসারী, জারিনা বেগম ও জয়গুন নিশা আনসারি। জয়গুন নিশা আনসারি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে কর্মরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী বলে জানা যায়। গত ১২ আগস্ট ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে সুহানা আনসারিকে ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।এরপর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সুহানা জানায়, নাবালিকাদের নিয়ে তাঁর মহম্মদ সলমানের কাছে যাওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে মহম্মদ সলমান দুই নাবালিকাকে দিল্লিতে নিয়ে যেত।তবে তাঁর আগেই গোটা ঘটনার পর্দা ফাঁস হয়।আজ ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে জংশন জিআরপি।

নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিজেপি

কোচবিহার ঃ নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও তাদের ফাঁসি চেয়ে পুন্ডিবাড়ী থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি ২ নং বিধানসভা বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন তারা মিছিল করে পুন্ডিবাড়ি থানা ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। এছাড়াও এদিন পুলিশের সাথে তারা কথা বলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চন্দ্রযান সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ঃ কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সকলের নজর ঘড়ির কাঁটায়। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এদিন চাঁদের মাটি ছোঁবে চন্দ্রযান৩এর ল্যান্ডার বিক্রম। ঐতিহাসিক এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে জটেশ্বর জুড়েও যথেষ্ট উন্মাদনা রয়েছে। এদিন ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর তিন নম্বর অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চন্দ্রযান সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এদিন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তৈরি চন্দ্রযানের মডেল প্রদর্শিত করে। এদিন মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়ে পড়ুয়াদের বুঝানো হয় করা হয়।

চন্দ্রযান৩ এর সফল অবতরণের কামনায় পুজো দিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সদস্যরা

শিলিগুড়ি ঃ আজ ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলছে গোটা দেশ।চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে চলেছে চন্দ্রযান ৩।চন্দ্রযান৩ এর সফল অবতরণের কামনায় এদিন শিলিগুড়ির মায়ের ইচ্ছে কালীবাড়িতে পুজো দিলেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সদস্যরা। সন্ধ্যে ছটা চার মিনিটে চন্দ্রযান তিন চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে চলেছে।মায়ের কাছে পুজো দিয়ে সাফল্য কামনা করলেন বিজেপির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা সহ ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য সদস্যরা।

চন্দ্র যান ৩ এর এর সফল ল্যান্ডিংয়ের কামনা করে মহাযজ্ঞের আয়োজন করলো কোচবিহারে আস্থা ফাউন্ডেশন

কোচবিহার ঃ চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে চলেছে চন্দ্র যান৩, চন্দ্র যান ৩ এর এর সফল ল্যান্ডিংয়ের কামনা করে মহাযজ্ঞের আয়োজন করলো কোচবিহারের আস্থা ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিজ্ঞান ভগবানকে না মানলেও বিজ্ঞানের সফলতা কামনায় আজ এই সংস্থার পক্ষ থেকে কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের মদনমোহন কলোনিতে এক যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি রাশির চন্দ্র যান লুনা২৫ চাঁদের মাটিতে অবতরণের আগেই নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের চন্দ্রযান২ মিশনে চাঁদের মাটিতে পৌঁছানোর কয়েক মুহূর্ত আগে ইসরো সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিক্রমের। সাফল্যের শেষ পর্যায়ে এসে ব্যর্থ হয় চন্দ্রযান২ মিশন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বর্তমানে গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে চন্দ্রযান৩ এর দিকে। আগামীকাল চন্দ্রযান৩ যেন চাঁদের মাটিতে সফলভাবে অবতরণ করতে পারে সেই কামনা করেই চলছে মহাযজ্ঞ

অফিস টাইমে মেমো ট্রেন এবং গেলপিন লোকাল, চূড়ান্ত হয়রানি হতে হয় যাত্রীদের।ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ যাত্রীদের

কলকাতা ঃ অফিস টাইমে মেমো ট্রেন এবং গেলপিন লোকাল, চূড়ান্ত হয়রানি হতে হয় যাত্রীদের। একাধিকবার বলেও শুরু হওয়া হয়নি। অবশেষে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ যাত্রীদের। নদীয়ার মদনপুর স্টেশন লাগুয়া এলাকায় চলছে ট্রেন অবরোধ। অভিযোগ সকালে একের পর এক মেমো ট্রেন। যে ট্রেনে নোংরায় ভর্তি। শুধু তাই নয় বাথরুমের জল গোটা কামরায় চলে আসে। আগে থেকেই যাত্রী বোঝায় থাকে ট্রেন গুলিতে। সেই কারণে ট্রেনে উঠতেও সমস্যা হয়।

মহম্মদবাজারে ভরসন্ধ্যায় খুন পাথর ব্যবসায়ী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পাথরখাদান থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে মহম্মদবাজার ব্লকের দর্শনচড়িয়া এবং সারেন্ডা গ্রামের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হয় পাথর ব্যবসায়ী তাপস দাস (৩৮) । গুলির শব্দ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে । খবর পেয়ে তাপসের ভাইরা এসে গুলিবিদ্ধ তাপসকে উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতের বাড়ী কাপিস্টা গ্রামপঞ্চায়েতের কেন্দ্রগরাল গ্রামে । পাঁচামিতে খাদান আছে । এছাড়া হার্ডওয়ার এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দোকান আছে । মৃতের দাদা রাজু দাস এবং মেজোভাই উজ্জ্বল দাস বলেন, একজন ফোন করে বলে মাঠে দাদা পড়ে আছে । গিয়ে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । প্রথমে ভেবেছিলাম দুর্ঘটনা হয়েছে হাসপাতালে এসে জানতে পারলাম গুলি লেগেছে । ব্যবসায়ী ছিল কোনো শত্রু ছিল না রাজনীতি করতো না । পুলিশ এসেছিল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

দেরিতে আসায় তালা মেরে বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মহুলা পাঁচকাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিদিন দেরি করে তারপর আড্ডা মারতে বাইরে চলে যায় বলেও কোনো সুরাহা হয় নি তাই এবার ওই শিক্ষক কৌশিক ঘোষ এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুকনিয়া হেমব্রমকে তালা মেরে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসী প্রসেনজিৎ মন্ডল বলেন, প্রতিদিন দেরি করে আসে ভালো করে পড়ায় না তাই বিক্ষোভ দেখিয়েছি । ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুকনিয়া হেমব্রম বলেন, শিক্ষক দেরিতে আসে বলে তালা মেরেছিল গ্রামবাসীরা । এসআই অফিসের কর্মী শুভঙ্কর সিংহ বলেন বিভিন্ন কারণে গ্রামবাসীরা তালা মেরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল । বিডিও স্যার এবং এসআই ম্যাডামকে লিখিতভাবে জানাতে বলায় তালা খুলে দেয় ।

যাদবপুর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপ কুন্ডুর নির্মম হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি শহর যুব মোর্চা পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় । এই মিছিল শুরু হয় সিউড়ী শহর পার্টি অফিস থেকে এবং শেষ হয় বাসস্ট্যান্ড নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে । শহর যুব মোর্চা সভাপতি সুমন মুখার্জী সহ জেলা ও মন্ডলের সকল যুব কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন । শহর যুব মোর্চা সভাপতি সুমন মুখ্যাজী বলেন, রের্গিং মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এই বিক্ষোভ মিছিল । নিহত ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর হত্যার সঠিক তদন্ত চাই ।

বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রেল কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি তৃনমূলের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসতি গড়ে পরিবার নিয়ে বসবাস করছে বেশ কিছু যৌনকর্মী । স্টেশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বস্তি উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে রেল । সেই ঘটনার প্রতিবাদে তেইশে আগস্ট সিউড়ি স্টেশনে স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দিলো সিউড়ি শহর তৃণমূল । সিউড়ি শহর তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ আব্দুল সফি বলেন, বস্তি উচ্ছেদ করলে পুনর্বাসন দিতে হবে । হাটজনবাজার উড়ালপুল তৈরির ক্ষেত্রে একাধিকবার কন্টাক্টার পাল্টাচ্ছে কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষজন । কাজ দ্রুত শেষ করার কথা বলা হয় । বনাঞ্চল এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন ¯ দীঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের সিউড়ি স্টেশনে স্টপেজের দাবি জানানো হয় । করোনার পর থেকে সিউড়ি স্টেশনে বনাঞ্চল এক্সপ্রেসের স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়েছে । সিউড়ি পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন ।

সহকারী শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি

১৬ ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে সাসপেন্স অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করে মিকি মেটালস লিমিটেড। কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিক কর্তৃপক্ষ । তারপর বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা হয় নি । সিউড়ি একনং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত মিকি মেটালস লিমিটেড কারখানায় রড উৎপাদন করা হতো । সাসপেন্স অফ ওয়ার্ক প্রত্যাহার করে কারখানা খোলার দাবিতে বুধবার বীরভূম জেলা সহকারী শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি দিলো মিকি মেটালস বাঁচাও কমিটি । আইএনটিটিইউসি সেক্রেটারি কিশোর মালাকার বলেন, অবিলম্বে লক আউট ঘোষণা করে ভাতা চালু করতে হবে । সিআইটিইউ সেক্রেটারি শেখ আমরুল বলেন, লক আউট ঘোষণা করে ভাতা চালু করতে হবে । বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয় নি । মালিক নরেন্দ্র আগরওয়াল মিকি মেটালস লিমিটেড কারখানার লাইসেন্স নিয়ে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ায় অন্য একটা কারখানার সঙ্গে মিশে রড উৎপাদন করে বাজারে দিচ্ছে । অথচ এখানকার তিনশোজন শ্রমিক ষোলো ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে বেতন পাচ্ছি না ।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা ঃ এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত যুবকের নাম শ্রীকান্ত বাউরি। ২২ বছর বয়সি শ্রীকান্ত বাউরি কে সোমবার রাত নটা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে কাঁকসা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কি কারনে মৃত্যু তার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।
এলাকার বাসিন্দা তথা আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মির জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া করে সে তার নিজের ঘরে চলে যায়। তারপর রাত ন'টা নাগাদ কে পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। তিনিও খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ঘটনায় গুরুতর জখম বেশ কিছু যাত্রী

হাওড়া ঃ হাওড়ার দাসনগর থানার অন্তর্গত বালিটিকুরি এলাকায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম বেশ কিছু যাত্রী। প্রাথমিক সূত্রে জানা যাচ্ছে একটি বাস হাওড়া থেকে বাঁকড়ার দিকে যাচ্ছিল এবং অপর আরেকটি বাস বাঁকড়া থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসে থাকা বেশ কিছু যাত্রীরা গুরুতর আহত হয়।ঘটনার খবর জানতে পেরে ছুটে আসে দাসনগর থানার পুলিশ। বেশ কিছু জনকে সামনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুটি বাসকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কি ভাবে দুটি বাসের সংঘর্ষ হল পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে দাসনগর থানার পুলিশ।

মনিপুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল

শিলিগুড়ি ঃ মনিপুরের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল। শনিবার সকালে শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে অবস্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে দার্জিলিং মোড়ে এসে শেষ হয়। সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে মনিপুরের ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে মহিলারা মনিপুরের উপজাতিদের পোশাক পরে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে মনিপুরের ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন চন্দিমা ভট্টাচার্য। পাশাপাশি ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

কাকদ্বীপ ঃ ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির । মৃতের নাম সুনীল মন্ডল (৫৫) । ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার উকিলের হাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় । স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে কাকদ্বীপ থেকে নামখানা গামী একটি ট্রেন যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে । সেই সময় ওই এলাকার মানুষজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি খবর দেয় রেল পুলিশকে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে শিয়ালদহ নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের উদ্দ্যেশে ।

তৃণমূলের কার্যালয়ে হাজির হয়ে তৃণমূলের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় এর জন্মদিনে কেক খাওয়াচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার আইসি সন্দীপ গাঙ্গুলী

বর্ধমান ঃ পুলিশ শাসকদলের দলদাসে পরিনত হয়েছে এই দাবি তুলে ইতিমধ্যেই সরব রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি । পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিত্যদিন নানা প্রশ্ন । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রতিটি সভা থেকেই তোপ দাগেন রাজ্যের পুলিশের ভূমিকা নিয়ে । এবার সেই বিতর্কের পালেই যেন নতুন করে হাওয়া লাগলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ছবিতে । যেখানে দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার আইসি সন্দীপ গাঙ্গুলী তৃণমূলের কার্যালয়ে হাজির হয়ে তৃণমূলের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় এর জন্মদিনে কেক খাওয়াচ্ছেন । সামনে জ্বলছে মোমবাতি । বিধায়কের মাথায় রয়েছে রঙীন টুপি । বসে রয়েছেন চেয়ারে । থানার আইসি তিনি পাশে দাঁড়িয়ে বিধায়কের মুখে কেক তুলে দিচ্ছেন ।সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল ।এই ছবির সত্যতা যাচাই করিনি আমরা ,তোপ দাগতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা । এই পুলিশের কাছে আদৌ কি নিরপেক্ষ ভূমিকা আশা করা যায় বলে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব । পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হয় তৃণমূল ব্লক কার্যালয়ে । বৃহস্পতিবারের সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন পূর্বস্থলী থানার আইসি সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় । সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে সন্দীপবাবু মোমবাতি জ্বেলে বিধায়কের জন্মদিন 'উইশ' করছেন । একজন পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা সহ রাজনৈতিক দল।

রক্ত দিতে দেরি সমাজকর্মীকে মারধরের অভিযোগ বিধায়কের দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে

নদিয়া ঃ রক্ত দিতে দেরী সমাজ কর্মীকে মারধরের অভিযোগ বিধায়কের দেহের অক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কালীগঞ্জে। স্থানীয় সূত্রে খবর গত বুধবার বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি ছিল কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের দেহরক্ষীর বাবা। প্রয়োজন হয় রক্তের। নদীয়ার সমাজকর্মী, ওসমান গনির কাছে ফোন আসে, রক্তের প্রয়োজন নিয়ে। রক্ত যোগাড় করতে প্রায় ঘঃটা তারিখ সময় লাগে আর তাতেই ফোনে হুমকি সমাজ কর্মী ওসমান গনি শেখ কে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের নাম করে ডেকে এনে সমাজ কর্মীকে মারধর করে বিধায়কের দেহরক্ষী। এরপরেই সমাজকর্মীর হয়ে অসংখ্য অনুগামীরা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এসে বিক্ষোভ শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনার স্থলে আসে কালিগঞ্জ থানার মীরা বাড়ির পুলিশ। যদিও বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং তার দেহরক্ষীর সুরমান সেখের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানার মীরা ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

সেফ ড্রাইভের বার্তা নিয়ে পদযাত্রা , ট্রাফিক আইন না মেনে বাইক চালানো চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ ফুল ও সচেতনতা মূলক কার্ড

কলকাতা ঃ রাস্তায় প্রায়ই ঘটে ছোট বড় দুর্ঘটনা। প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সময় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও কম করা হয়নি। তবুও মাঝে মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। কখনো চালকদের ভুলে, কখনো পথ চলতি সাধারণ মানুষ ট্রাফিক আইন না মেনে পথ চলার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার গোবরডাঙা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে রাস্তায় দুর্ঘটনায় এড়াতে নেওয়া হলো বেশ কিছু কর্মসূচি। স্থানীয় বেড়গুম বাজার থেকে পায়রাগাছি পর্যন্ত সেফ ড্রাইভের বার্তা নিয়ে যেমন পদযাত্রা করা হয় ,তেমনি ট্রাফিক আইন না মেনে বাইক চালানো চালকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ ফুল ও সচেতনতা মূলক কার্ড। গোলাপ ফুল দেওয়ার কারণ একটু লজ্জায় ফেলে দিয়ে বাইক চালকদের ট্রাফিক আইন বুঝিয়ে দেওয়া। এছাড়া একটি পথনাটকের মাধ্যমে কিভাবে দুর্ঘটনা হয় তাও দেখানো হলো। রাজনৈতিক নেতাকর্মী থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা এদিনের পদযাত্রায় পা মেলায়। একইসঙ্গে সমস্ত কর্মসূচিতে দেখা যায় হাবড়া পুলিশ মহাকুমার এসডিপিও রোহিত শেখকে। এখন দেখার দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য যে সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হলো তা কতটা কাজে আসে।

মনিপুরে নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে আজ কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ সভা এবং ধিক্কার মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ মনিপুরে নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে আজ কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ সভা এবং ধিক্কার মিছিল করলো কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এদিনের এই প্রতিবাদ সভা এবং ধিক্কার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন কোচবিহার দাস ব্রাদার্স মোর এলাকায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন মণিপুরে যেভাবে দুইজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হয়েছিল এটা নক্কারজনক ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দেখিনি। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী এত বড় একটি ঘটনার জন্য পাঁচ মিনিট ও সময় দেননি। প্রথমে কয়েক সেকেন্ডের একটি বিবৃতি শোনা গেছিল তারপর সংসদে তিন মিনিটের বক্তব্য রাখেন। মনিপুরের এই নক্কার জনক ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় প্রতিটি ব্লকে এই ধিক্কার মিছিল সংঘটিত হবে।

এলপিজি গ্যাসের সঠিক ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃLPG গ্যাসের সঠিক ব্যবহার নিয়ে শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে আয়োজিত হল একটি সচেতনতামূলক শিবির। সোমবার দুপুরে একটি গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের মাধ্যমে এলপিজি গ্যাসের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা দেওয়া হয়। এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাও তুলে ধরা হয়। এতে ছাত্রছাত্রীসহ তাদের পরিবারের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করছে আয়োজক সংস্থা।

বিধান মার্কেটে দোকানের মালিকানা নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এমপি

শিলিগুড়ি ঃ বিধানমার্কেটের ব্যবসায়ীদের মালিকানার সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। সোমবার বিধানমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন সাংসদ রাজু বিস্তা। বৈঠকের পর সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, বিধানমার্কেটের ব্যবসায়ীদের মালিকানা পাওয়া একটি ন্যায্য দাবি। আর ব্যবসায়ীদের সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় বিধায়কদের মাধ্যমে বিধানসভায় রাখা হবে। পাশাপাশি তিনি নিজেও বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়, রাজ্যপালকে লিখিত আকারে জানানোর পাশাপাশি লোকসভাতেও প্রয়োজনে সরব হবেন।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় জন্ম নিল দুটি রেড পান্ডা শাবক, দার্জিলিঙে জানালেন পার্কের ডিরেক্টর

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিংয়ের পদ্মযা নাইডু হিমালায়ান জিওলজিক্যাল পার্ক অর্থাৎ দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় জন্ম নিল দুটি রেড পান্ডা শাবক। খুশির হাওয়া পার্ক জুড়ে। সর্বক্ষণ পার্ক কর্মীদের পর্যবেক্ষণ রয়েছে শাবকগুলি।জানাগেছে পার্কের দুটি স্ত্রী রেড পান্ডা তিস্তা ও নীরার সাথে সিঙ্গালিলা পার্কে থাকা বন্যরেড পান্ডার প্রজনন ঘটিয়ে সাফল্য পেয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। পার্কে থাকা দুটি রেড পান্ডা একটি করে শাবকের জন্ম দেয় চালিত মাসে। সোমবার সংবাদমাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছে পদ্মযা নাইডু হিমালায়ান জিওলজিক্যাল পার্কের ডিরেক্টর বাসবরাজ হলেইচী। তিনি জানিয়েছেন আপাতত ওই দুটি রেডপান্ডা শাবককে পর্যবেক্ষণে রেখেছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে তিনি আরো জানিয়েছেন, দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় থাকা স্নো লেপার্ড জিম্বা একটি শাবকের জন্ম দিয়েছে ।

মন্দিরে আসা ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা করলেন রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব

জলপাইগুড়ি ঃ সুদূর তিস্তা নদী থেকে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে মন্দিরে এসে জল ঢালেন বাবার মাথায়। সেই সময়টা উপোশ থাকেন ভক্তরা। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে সোমবার সকাল থেকে আহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব। সোমবার সকাল ছয়টা থেকেই বিশাল আয়োজন করেন তারা। খিচুড়ি সহ পুরি সবজির আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় দুপুর বারোটা পর্যন্ত এই পরিষেবা দেন তারা। জানা যায় প্রায় সাত থেকে আট হাজার ভক্ত এদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ময়নাগুড়ির জনগন। জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়কে ভালোবেসে একটি কৃত্রিম সংগঠন তৈরি হয়। যার নাম রাখার রামমোহন রায় ফ্যান ক্লাব। সেই নাম সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই খুবই পরিচিত। এবার সেই কৃত্রিম সংগঠনের তরফে এই আয়োজন করা হয় বলে জানা যায়। যাকে নিয়ে এই সংগঠন সেই রামমোহন রায়কে এদিনের কর্মসূচিতে পেয়ে খুবই খুশি বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির সদস্যরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

কেমনভাবে চাঁদে নামবে চন্দ্রযান৩

কলকাতা ঃ বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা চার মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি স্পর্শ করার কথা চন্দ্রযান৩-এর।

ভারতের মহাকাশসংস্থা ইসরো জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত সব ঠিক আছে। পরিকল্পনা অনুসারে ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদে নামবে বলে তারা শতভাগ আশাবাদী। চাঁদের থেকে ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে বিক্রম নামার প্রক্রিয়া শুরু করবে। তারপর থেকে চাঁদে নামা পর্যন্ত বিক্রমের সময় লাগবে মিনিট পনেরোর মতো।

এর জন্য বিক্রমের গতি ক্রমশ কমিয়ে আনা হবে। প্রথমে তাকে নিয়ে আসা হবে চাঁদের থেকে সাত দশমিক চার কিলোমিটার উচ্চতায়। এটা করতে ১১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড লাগার কথা। তারপর গতি আরো কমিয়ে তাকে ছয় দশমিক আট কিলোমিটারে নামিয়ে আনা হবে।

যখন বিক্রম চাঁদের থেকে ৮০০ মিটার দূরে থাকবে, তখন লেজার রশ্মি দিয়ে নামার উপযুক্ত জায়গা খুঁজবে। এরপর আরো গতি কমিয়ে তাকে ১৫০ মিটারে নামিয়ে আনা হবে।

তারপর প্রতি সেকেন্ডে ১০ মিটার গতিতে নামবে বিক্রম। একেবারে শেষে তা সেকেন্ডে এক দশমিক ৬৮ মিটার গতিতে নামবে। এটাকে বলা হচ্ছে সফট ল্যান্ডিং।

চন্দ্রযান২ চাঁদে নামার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। এবার তাই বিক্রমে অনেকগুলি সেন্সর লাগানো হয়েছে। এমনকী বিজ্ঞানীদের দাবি, সেন্সর যদি কাজ নাও করে, তারপরেও ঠিকভাবে চাঁদে নামতে পারবে বিক্রম।বিক্রম চাঁদে নামার পর রোভার প্রজ্ঞান কাজ শুরু করবে মূলত সৌরশক্তির সাহায্যে। পৃথিবীর হিসাবে চাঁদের মাস হয় ২৮ দিনে। সেখানে ১৪ দিন রাত, আবার ১৪ দিন সূর্যের আলো থাকে। বুধবার থেকে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ১৪ দিন ধরে সূর্যের আলো থাকবে। তাই এই বুধবারকেই অবতরণের জন্য বেছে নিয়েছে ইসরো। সৌরশক্তির সাহায্যে প্রজ্ঞানের কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না।

ইসরোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব পেজে পাঁচটা ২০ মিনিট থেকে চাঁদে নামার লাইভ সম্প্রচার শুরু হবে। সেই লাইভ দেখার জন্য ভারতীয়রা উৎসুক থাকবেন। নজর থাকবে গোটা বিশ্বের।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে সাউথ আফ্রিকায় আছেন। তিনি সেখান থেকেই দেখবেন চন্দ্রযান৩ এর চাঁদে নামার দৃশ্য।

ভারতের এই চন্দ্রাভিযান সফল হলে এই প্রথম কোনো দেশের মহাকাশযান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামবে। ইতিহাস তৈরি হবে। অ্যামেরিকা, রাশিয়া, চীনের পর ভারতও চাঁদে মহাকাশযান পাঠানোর ক্ষেত্রে সফল হবে। কয়েকদিন আগে লুনা২৫ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামতে গিয়ে ভেঙে পড়েছে। ইসরো এবার অনেক সতর্ক হয়েছে। বিক্রমের চাঁদে নামার মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছেন কোটি কোটি মানুষ।

বিএসএফের গুলিতে নিহতের মরদেহ পেলো ৭৮ দিন পর

ঢাকা ঃ লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত এক বাংলাদেশি যুবকের ৭৮ দিন পর ফেরত দেয়া হলো। গত ৫ জুন লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার কালীরহাট সীমান্তের মেসেরডাঙ্গা এলাকায় ইউসুফ আলী নামের এক যুবক বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে তার মরদেহ হস্তান্তর করে বিএসএফ। নিহত ইউসুফ আলী (২৫) লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার মেসেরডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কালীরহাট সীমান্তের মেসেরডাঙ্গা এলাকার ৮৫৭ নাম্বার পিলারের কাছে বিএসএফের গুলিতে ইউসুফ আলীর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মরদেহটি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়ে যায়। নিহতের বাবা শাহ জামাল জানান, ইউসুফ পেশায় কৃষিকাজ করতেন। গ্রামের কয়েকজনের সাথে ৫জুন ইউসুফ ভারতের সীমান্তের দিকে যায়। সে সময় বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলে থেকে বাকীরা বাংলাদেশে ঢুকে যেতে পারলেও ইউসুফ গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই মারা যান। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতের কোচবিহার জেলার সরকারপাড়া এলাকা থেকে ১০-১২ জনের একটি দল গরু নিয়ে ফেরার সময় সীমান্তে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি করলে ইউসুফ আলী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় বলে জানিয়েছে জগতবেড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান।

জি২০ বৈঠকের জন্য দিল্লিতে আগোষিত 'লকডাউন'

নয়া দিল্লি ঃ জি২০তে যোগ দিতে আসা নেতাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কার্যত বন্ধ থাকবে দিল্লির স্বাভাবিক জনজীবন।

আগামী ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত হবে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন। বিশ্বের ২০টি দেশের সর্বোচ্চ নেতারা এতে অংশ নেবেন। পাশাপাশি জি২০র আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশসহ আরো বেশ কিছু দেশকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকেই একে একে বিভিন্ন দেশের নেতারা রাজধানীতে আসতে শুরু করবেন। ফলে দিল্লির রাস্তা খালি রাখতে হবে ভিভিআইপি মুভমেন্টের জন্য। সে কথা মাথায় রেখেই দিল্লি সরকারকে বিশেষ চিঠি দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ কমিশনার মধুপ তিওয়ারি রাজ্যের মুখ্য সচিবকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, জি২০ বৈঠকে ভিভিআপি মুভমেন্ট হবে। ফলে রাস্তাঘাট খালি রাখা প্রয়োজন। নিরাপত্তার সর্বোচ্চ আয়োজন করতে হবে। সে কারণেই ৮ থেকে ১০ দিল্লির প্রতিটি পুরসভা অঞ্চলে ছুটি ঘোষণা করা হোক। অতি প্রয়োজনীয় সার্ভিস ছাড়া বাকি সমস্ত সেক্টরে এই ছুটি মোতায়েন করা হোক। দোকানপাট তো বটেই বন্ধ রাখতে হবে সমস্ত ব্যাঙ্ক। যে অঞ্চলে জি২০ বৈঠকের আয়োজন হচ্ছে সেখানে মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার কথাও বলা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সুমন নালওয়া জানিয়েছেন, ''নিরাপত্তার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সে কারণেই পুলিশের তরফে ছুটি ঘোষণার আর্জি জানানো হয়েছে।''

দিল্লি সরকার এবিষয়ে এখনো সরকারি নোটিস জারি না করলেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল পুলিশের পাঠানো চিঠিকে অনুমোদন দিয়েছেন বলে দিল্লি সরকারের সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। বুধবারই এবিষয়ে চূড়ান্ত নোটিস জারি হওয়ার কথা।

দিল্লির ব্যবসায়ী সমিতির তরফে অবশ্য একটি পাল্টা আর্জি জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তিনদিন দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ না করে দ্বিতীয় কোনো পন্থা অবলম্বন করা হোক।

ভারতের বিশেষ আমন্ত্রণে জি২০ বৈঠকে যোগ দিতে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ৮ তারিখ সন্ধ্যায় তার দিল্লি পৌঁছানোর কথা। দুইদিন দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিয়ে ১১ তারিখ তিনি জয়পুর হয়ে আজমের যেতে পারেন বলে জানা গেছে। আজমের শরিফের দরগায় যাওয়ার কথা তার। ১২ তারিখ জয়পুর থেকেই দেশে ফিরে যেতে পারেন হাসিনা। তবে সফরসূচি চূড়ান্ত নয়। যে কোনো সময় এই সূচির বদল হতে পারে বলে জানা গেছে।

দিল্লিতে জি২০র বৈঠকে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে শেখ হাসিনার। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে এখনো কোনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সূচি জানানো হয়নি। তবে কূটনৈতিক মহলের বক্তব্য, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বস্তুত, নরেন্দ্র মোদী এবং শেখ হাসিনা দুইজনই এখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে ব্রিকসের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তারা। ব্রিকসের বৈঠকেও বাংলাদেশ আমন্ত্রিত অতিথি। ব্রিকসে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ভারত সওয়াল করতে পারে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। বস্তুত, জোহেনেসবার্গেও মোদী-হাসিনা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জার্মানিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত চার

হ্যানোভার ঃ জার্মানির হ্যানোভারে দুইটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। মৃত চার। সকলের বয়স ১৭ থেকে ২০র মধ্যে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুইটি গাড়িই খুব বেশি জোরে চলছিল। দুর্ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। দুইজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়। আরেকজনের অবস্থা সংকটজনক। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নেই। তারা আরো তথ্য জানতে চায়। তবে পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়ি ভুল দিক দিয়ে আসছিল। তাই অন্য গাড়ির সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়ি অবৈধভাবে উল্টো জিক তেকে আসছিল। পুলিশ জানিয়েছে, একটি গাড়ি অবৈধভাবে উল্টো জিক তেকে আসছিল।

দমকল বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা গাড়ি থেকে দুইজনকে বের করে হাসপাতালে পাঠান। তারা তখনো বেঁচে ছিল। বাকি তিনজন ততক্ষণে মারা গেছিলেন। স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, ষষ্ঠ এক ব্যক্তিও গাড়িতে ছিল। পুলিশ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার জন্য স্থানীয় মানুষদের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

ক্রাইমিয়া পুনর্দখল করাই ইউক্রেনের লক্ষ্য

কিয়েভ ঃ বুধবার কিয়েভে একথা জানিয়েছেন জেলেনস্কি। ক্রাইমিয়ায় রাশিয়ার মিসাইল সিস্টেম ধ্বংসের দাবি।

ক্রাইমিয়ায় রাশিয়ার এস৪০০ অ্যান্টি এয়ারক্রাফট সিস্টেম আছে। বুধবর ইউক্রেন দাবি করেছে, তারা সেই সিস্টেম ধ্বংস করে দিয়েছে। বুধবার ইউক্রেন সময় সকাল ১০টা নাগাদ ক্রাইমিয়ায় একটি বড়সড় বিস্ফোরণ হয়। এরপরেই ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করে, রাশিয়ার এস৪০০ মিসাইল সিস্টেম ধ্বংস করা হয়েছে। রাশিয়া এর তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দেয়নি। তবে রাশিয়ার এক সেনা ব্লগার জানিয়েছে এস৩০০ মিসাইল সিস্টেম ধ্বংস হয়েছে। পরে অবশ্য রাশিয়া দাবি করেছে, ইউক্রেন রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে আক্রমণ চালিয়েছে। বুধবার কিয়েভে ক্রাইমিয়া সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্র ছিল। সেখানে জেলেনস্কি বলেছেন, দুঃখজনক সত্য হলো, এখনো ইউক্রেনের বহু জায়গা রাশিয়ার দখলে। ক্রাইমিয়া তার অন্যতম। ইউক্রেনের অন্যতম লক্ষ্য হলো ক্রাইমিয়াকে পুনর্দখল করা। পাশাপাশি রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনের জমি পুনরুদ্ধার করা। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক জানিয়েছেন, তিনিও জেলেনস্কির এই বক্তব্য সমর্থন করেন। রাশিয়া অন্যায় এবং অবৈধভাবে ক্রাইমিয়া দখল করে রেখেছে। তবে সবচেয়ে সোজাসাপ্টা কথা বলেছেন এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ডিডাব্লিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''২০১৪ সালের মতো আপস মীমাংসা এবার করা ঠিক হবে না। তাৎক্ষণিক শান্তির প্রয়োজন নেই। ইউক্রেনের অধিকার আছে তাদের জমি পুনরুদ্ধার করার।'' তার বক্তব্য, যতদিন লড়াই চলবে ততদিন ইউক্রেনকে সমর্থন করতে হবে। ক্রাইমিয়ার মতো রাশিয়ার হাতে জমি ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ২০১৪ সালে যা হয়েছিল। বস্তুত, ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রাইমিয়া আক্রমণ করে। বেশ কিছুদিন লড়াইয়ের পর শান্তি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর ইউক্রেন রাশিয়াকে ক্রাইমিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এবার সেই ক্রাইমিয়া পুনর্দখলের কথা বলছেন সকলে।

ইউক্রেনের ড্রোন হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির ভিন্নমত

লন্ডন ঃ মার্কিন প্রশাসন রাশিয়ার ভূখণ্ডে ড্রোন হামলার প্রতি সমর্থন না জানালেও জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউক্রেনের আত্মরক্ষার অধিকারের আওতায় এমন পদক্ষেপ আইনসিদ্ধ বলে মনে করছেন।

বুধবার মস্কোর বাণিজ্যিক এলাকায় আবার ড্রোন হামলা হয়েছে বলে রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই নিয়ে পর পর ছয় দিন ধরে রাশিয়ার রাজধানী এলাকায় এমন হামলার খবর পাওয়া গেল। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার জবাব হিসেবে কিয়েভ এমন পালটা হামলা চালাচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ইউক্রেন সরাসরি সে বিষয়ে মন্তব্য করছে না। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বুধবার দুটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। তৃতীয়টি 'চাপের মুখে' ক্রেমলিনের পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি ভবনের উপর আছড়ে পড়েছে। তবে হতাহতের কোনো খবর নেই। রাশিয়ার ইজভেস্তিয়া সংবাদপত্র টেলিগ্রাম চ্যানেলে সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেনের প্রতিরোধের অধিকার সম্পর্কে পশ্চিমা জগতে কোনো সংশয় না থাকলেও সরাসরি রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলার বিষয়ে অস্বস্তি কাজ করছে। তবে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে খোলাখুলি ইউক্রেনের এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আক্রান্ত দেশ হিসেবে ইউক্রেন আত্মরক্ষার তাগিদে এমন হামলা চালাতেই পারে। রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনের নিরীহ মানুষ, অবকাঠামো থেকে শুরু করে শস্যভাণ্ডারের উপর ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, বেয়ারবক সেই পদক্ষেপেরও নিন্দা করেন।

মার্কিন প্রশাসন অবশ্য রাশিয়ার ভূখণ্ডে ইউক্রেনের হামলা সম্পর্কে অস্বস্তি জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, অ্যামেরিকা মোটেই এই কাজে উৎসাহ বা মদত দিচ্ছে না। তবে রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখে কীভাবে প্রতিরোধ করবে, সেই সিদ্ধান্ত একমাত্র ইউক্রেনই নিতে পারে। তাঁর মতে, যে কোনো মুহূর্তে ইউক্রেন থেকে সরে গিয়ে রাশিয়া এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। উল্লেখ্য, গত বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রাশিয়ার হামলার মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে বিশাল সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে আসছে। ন্যাটো ও অন্যান্য কাঠামোর মধ্যে সে দেশের জন্য সমর্থন ও সহায়তার ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিচ্ছে ওয়াশিংটন।

কৃষ্ণ সাগরেও রাশিয়া ও ইউক্রেনের জোরালো সংঘাত ঘটছে। মঙ্গলবার রাশিয়া দাবি করেছে, যে সে দেশের সামরিক বাহিনী ইউক্রেনের দুটি সামরিক নৌকা ধ্বংস করেছে। একটিতে ইউক্রেনীয় সৈন্যও ছিল। যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে দুটি ড্রোন অকেজো করা হয়েছে বলেও মস্কো দাবি করছে। কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার অবরোধ সত্ত্বেও এই প্রথম ইউক্রেন থেকে একটি পণ্যবাহী বেসামরিক জাহাজ সম্প্রতি ইস্তানবুলে পৌঁছানোর পর সংঘাত আরো জোরালো হচ্ছে। গত জুলাই মাসে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় খাদ্যশস্য রপ্তানি সংক্রান্ত চুক্তি থেকে রাশিয়া সরে আসার পর গোটা অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ছে।

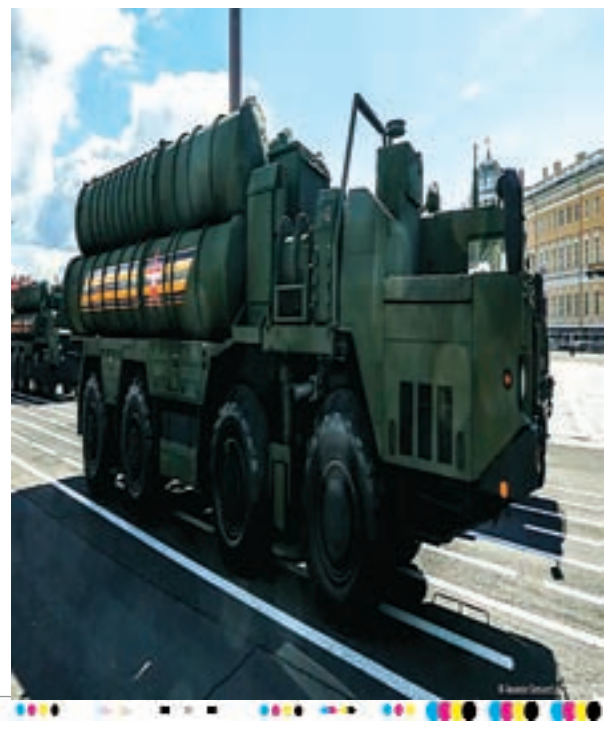

সম্পাদকীয়

চীনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

তিসংঘের তিন বিশেষজ্ঞ গত ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিলেন, চীনে তিব্বতের ১০ লাখের বেশি শিশুকে বিভিন্ন বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জোরও করা হয়েছে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তিব্বতের ঐ শিশুদের চীনের হান সংস্কৃতিতে বড় করে তোলা এই কর্মসূচির লক্ষ্য বলে মনে করছেন ঐ বিশেষজ্ঞরা। তারা জানান, স্কুলগুলোতে মান্দারিন ভাষায় লেখাপড়া করানো হয়। এছাড়া পাঠ্যসূচিতে তিব্বতের সংস্কৃতির কোনো উল্লেখ নেই। তিব্বতে এমন শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাবেক ও বর্তমান

চীনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিঙ্কেন বলেন, চীনের 'জবরদস্তিমূলক' নীতি 'তিব্বতের তরুণ প্রজন্মের মন থেকে তিব্বতের স্বতন্ত্র ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো দূর করতে চায়'। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''আমরা পিআরসি কর্তৃপক্ষকে তিব্বতের শিশুদের সরকার পরিচালিত বোর্ডিং স্কুলে জোর করে ভর্তি করানো এবং দমনমূলক আত্তীকরণনীতি বন্ধ করার অনুরোধ করছি।'' বিবৃতিতে জাতিসংঘের ঐ তিন বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ওয়াশিংটনে চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেংইউ বলেন, চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এমন অভিযোগ 'চীনমার্কিন সম্পর্ককে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে'। তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী, স্থানীয় শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেনে চীনে বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করা হয়।'' চীনা দূতাবাসের ঐ মুখপাত্র বলেন, ''চীনের জাতিগত সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে বোর্ডিং স্কুল ধীরে ধীরে স্কুল পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।'' তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে স্কুলগুলো পরিচালিত হওয়ায় জাতিগত সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের অনেক পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতে যে সমস্যা হত, তারও সমাধান হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ড 'বাংলার শাড়ি'র সূচনা করলেন মমতা

আপাতত কলকাতার রাজ্য সরকারি দক্ষিণাপন শপিং কমপ্লেক্স ও মেদিনীপুরের দিঘা, এই দু'জায়গার আউটলেট থেকে পাওয়া যাবে 'বাংলার শাড়ি'।

আপাতত কলকাতার রাজ্য সরকারি দক্ষিণাপন শপিং কমপ্লেক্স ও মেদিনীপুরের দিঘা, এই দু'জায়গার আউটলেট থেকে পাওয়া যাবে 'বাংলার শাড়ি'।

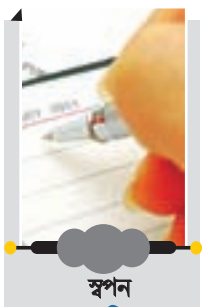

স্বপন
প্রাবন্ধিক

পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই পড়শি বাংলাদেশ, মানে দুই বাংলার শাড়িপ্রেমীদের জন্যই সুখবর। বুধবার ২৩ অগাস্ট কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গন থেকে বাংলার শাড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ডের সূচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্র্যান্ড এর নাম 'বাংলার শাড়ি'। আপাতত কলকাতার রাজ্য সরকারি দক্ষিণাপন শপিং কমপ্লেক্স ও মেদিনীপুরের দিঘা, এই দু'জায়গার আউটলেট থেকে পাওয়া যাবে 'বাংলার শাড়ি'। বুধবার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গন থেকে এই দুটি আউটলেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এখান থেকে বাজারের তুলনায় সস্তায় গ্রামীণ শাড়ি পাবেন শাড়িপ্রেমীরা।

মহেশতলার নুঙ্গিতে দর্জি হাবের ভাচুর্যাল শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান,

নুঙ্গিতে ৩ হাজার স্টল তৈরি করা হবে। দুয়ারে সরকারের কায়দায় দুয়ারে শিল্পের সন্ধানে চলতি অগাস্ট মাসের ১ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে এবং পুরসভায় শিবির করে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মোট ২ হাজার ৪০০টি শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার মানুষ। ৬৭৫ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। মমতার কথায়, আগে শুনেছেন দুয়ারে সরকার, এবার শিল্পের সন্ধানে দুয়ারে শিল্প। মনে রাখবেন ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে দেশে আমরা এক নম্বরে। বাংলার দেড় কোটি মানুষ গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ৯০ লক্ষ ইউনিট রয়েছে। নট এ ম্যাটার অফ জোক। বহু সময় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের প্রতি পুলিশি জুলুম বা স্থানীয় জুলুমের অভিযোগ ওঠে। একথা অজানা নয় মুখ্যমন্ত্রীরও। তিনি বলেন, শুধু শাড়ি নয়, মৌচাকের মধু থেকে সবজি, সবাইকে আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্ড তৈরি করে দেব। তাদের সকলের আই কার্ড থাকবে। যাতে পুলিশ বা অন্য কেউ তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা না নিতে পারে।

তবে সব পুলিশ যে খারাপ নয়, একথাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার কথায়, খারাপ কাজ করে এক ভাগ মানুষ, দোষ হয় সকলের। যদি দেখেন কেউ টাকা নিচ্ছেন বা জোর করছেন, তাহলে সরাসরি আমাকে ফোন করুন।

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরে বেআইনি বাজি কারখানার ভয়াবহ বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। বেআইনি বাজি কারখানা রুখতে আগেই তৎপর হয়েছিল রাজ্য। এদিনের মঞ্চ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর সহ রাজ্যে ৫টি ক্লাস্টারের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে ২২ জন শিল্পোদ্যোগীর হাতে ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড তুলে দেওয়া হয়।

মারা যাওয়ার খবর ভুল, হিথ স্ট্রিক বেঁচে আছেন

আগে খবর ছিল, জিম্বাবোয়ের সাবেক অধিনায়ক হিথ স্ট্রিক আর নেই। কিন্তু হিথ স্ট্রিক নিজেই জানিয়েছেন, তিনি এই খবরে মর্মাহত। হিথ স্ট্রিকের বন্ধু ও সাবেক ক্রিকেটার ওলঙ্গা টুইট করে বলেছিলেন, হিথ স্ট্রিক আর নেই। তারপরেই তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু হিথ স্ট্রিক নিজেই জানিয়েছেন, ''মৃত্যুর খবরে তিনি মর্মাহত। তিনি এই গুজব ছড়িয়ে পড়ায় খুবই দু)খ পেয়েছেন। যিনি এই খবর ছড়িয়েছেন, তার ক্ষমা চাওয়া উচিত।'' ওলঙ্গাও বলেছেন, ''এটা পুরোপুরি একটা গুজব। হিথ স্ট্রিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। থার্ড আম্পায়ার তাকে ডেকে এনেছেন। তিনি বেঁচে আছেন।''

হিথ স্ট্রিক জিম্বাবোয়ের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। টেস্টে তিনি ২১৬টি উইকেট নিয়েছেন। ব্যাট হাতে করেছেন এক হাজার ৯৯০ রান। একদিনের ক্রিকেটে করেছেন দুই হাজার ৯৪৩ রান, নিয়েছেন ২৩৯টি উইকেট। ২০০৫ সালে তিনি শেষ ম্যাচ খেলেন। তার আগে ২১টি টেস্ট ও ৬৮টি একদিনের ম্যাচে নেতৃত্ব দেন তিনি।

স্ট্রিকের কোলন ও যকৃতে ক্যান্সার হয়েছে। গত মে মাসে তা ধরা পড়ে। তখন চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার বাঁচার আশা খুবই কম। জিম্বাবোয়ের মন্ত্রী ডেভিড কোলটার্ট বলেছিলেন, একমাত্র অলৌকিকভাবেই বেঁচে যেতে পারেন স্ট্রিক। তিনি সবাইকে স্ট্রিকের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন।

হিথ স্ট্রিক জিম্বাবোয়ের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। সেদেশের ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের সময় খেলেছেন। প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্টে একশ উইকেট নিয়েছেন। দেশের হয়ে প্রথম এক হাজার রান ও একশ উইকেটের কৃতিত্বও তার। একদিনের আন্তর্জাতিকে দুই হাজার রান ও দুইশ উইকেটও জিম্বাবোয়ের আর কেউ নিতে পারেননি। ২০২১ সালে আট বছরের জন্য তাকে নির্বাসিত করে আইসিসি। স্ট্রিক ক্ষমা চেয়ে বলেন, তিনি কোনো দুর্নীতিতে ছিলেন না।

নিয়ন্ত্রণহীনতায় লোভে পড়ে ক্রিপ্টো কারেন্সির অবৈধ ফাঁদে

স্বপন

বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল মুদ্রা অবৈধ। তারপরও ১১ হাজার কোটি টাকার সম পরিমাণ ডলারের ক্রিপ্টো কারেন্সি কিভাবে ক্যানাডাভিত্তিক মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ গ্রুপ (এমটিইএফ)-এ বাংলাদেশিরা বিনিয়োগ করলো?

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বিনিয়োগ অর্থপাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা বিনিয়োগ করেছেন তারা টাকাও খুইয়েছেন আবার অবৈধ কাজেও জড়িয়ে পড়েছেন। তারা জেনে বা না জেনে যেভাবেই করুক, অপরাধে জড়িয়েছেন। তারা এখন এর কোনো ধরনের প্রতিকার পাবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এই যে টাকা এখান থেকে বাইরে চলে গেল, সেটা মনিটর করার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের। এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে এই বিনিয়োগকারীরা বিকাশ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা হুন্ডির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ক্রিপ্টো কিনে তা তাদের ওয়ালেটে জমা করে এমটিইএফএ বিনিয়োগ করেছে। একই পদ্ধতিতে লাভের টাকা নিয়েছে। এটা গোপনে করা হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রীতিমতো অফিস খুলে তারা এটা করেছে। যদিও এমটিইএফ'র কোনো অফিসের অস্তিত্ব নেই।

২০২১ সালের ২৯ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়ে তাদের অবস্থান পরিস্কার করে। বাংলাদেশ ব্যাংক তখন জানায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি, যেমন, বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, রিপল ও লাইটকয়েন বিভিন্ন জায়গায় লেনদেন হচ্ছে। এসব ভার্চুয়েল মুদ্রা কোনো দেশের বৈধ কর্তৃপক্ষ ইস্যু করে না। ফলে এ মুদ্রার বিপরীতে কোনো আর্থিক দাবি স্বীকৃত নয়। এসব মুদ্রায় লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা অনুমোদন করে না। সে কারণে এর ব্যবহার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ সমর্থন করে না। অনলাইনে নামবিহীন বা ছদ্মনামধারী প্রতিসঙ্গীর সঙ্গে লেনদেনে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক আইন লঙ্ঘন হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক বুধবার বলেন, আমরা বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ক্রিপ্টো কারেন্সির ব্যাপারে সতর্ক করেছি। এখন যারা ওই প্রতিষ্ঠানে ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন, তারাও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। কারা জড়িয়েছেন এবং কিভাবে জড়িয়েছেন, সেটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে বাংলাদেশিদের অর্থ হাতিয়ে নেয়া ওই প্রতিষ্ঠানটি একটি অ্যাপভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওই অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে বাংলাদেশিরা বিনিয়োগ করতো। আর বাংলাদেশি মুদ্রাকে আরেকটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডলারে ক্রিপ্টো কারেন্সি করা হতো। বাংলাদেশিরা টাকা দিতো বিকাশ, রকেট বা অনলাইন মানি ট্রান্সফার, ব্যাংক এবং হুন্ডির মাধ্যমে। শেরপুরের ফরহাদ নামে একজন জানান, আমরা আসলে জানতাম না কিভাবে কী হয়। পরিচিত একজনকে বিকাশে টাকা দিতাম, তিনিই আমাদের অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। আবার আমাদের একটি কোড নাম্বারের স্ক্রিনশট পাঠাতো, সেটা তাদের পাঠালেই বিকাশে আমাদের ডলারের সমপরিমাণ টাকা পাঠাতো। জানা গেছে, এই কাজে বাংলাদেশে একটি সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করতো। তাদের কাজের জন্য তারা হোয়াটসঅ্যাপ ও ফেসবুক গ্রুপ ব্যবহার করতো। তথ্য প্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন বলেন, বাংলাদেশে ক্রিপ্টো কারেন্সি অবৈধ। সুতরাং এখানে কোনো বৈধ প্রক্রিয়ায় ক্রিপ্টো কারেন্সির লেনদেন সম্ভব নয়। এখানকার যারা বিনিয়োগ করেছেন, তারা বাংলাদেশি মুদ্রায় করেছেন। মাঝের একটি গ্রুপ টাকাকে ডলার ও ক্রিপ্টো কারেন্সিতে রূপান্তরের কাজ করেছে। আবার সেটা টাকায় রূপান্তরিত করে বিনিয়োগকারীদের দিয়েছে। তার প্রশ্ন, এই অবৈধ লেনদেন মনিটরিং করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আরো অনেক সংস্থা আছে, তারা কী করেছে সেটাই এখন প্রশ্ন। ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাকিংয়ে কোনো অস্বাভাবিক লেনদেন হলে সেটা তো দেখার কথা।

তার কথা, যারা টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছেন, তারা তো অবৈধ কাজ করেছে। আর যারা বিনিয়োগ করেছেন তারাও অবৈধ কাজ করেছেন। তবে মনিটরিং থাকলে এটা হয়তো আগেই ঠেকানো যেতো। যারা প্রতারিত হয়েছেন, তাদের কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আমি এখানে দেখছি না।

তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরেই এমএলএম, ইকমার্সের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতারণা হলো। তারই আমরা কিছু করতে পারি না। আর এটা তো বিদেশে বসে ভার্চুয়াল প্রতারণা। আমরা লোভ সামলাতে না পারলে এরকম আরো হতে পারে।

ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, এখানে সিস্টেমে তো গলদ আছে। দেশের টাকা বাইরে চলে গেল। এটা তো পাচার। সেই পাচার ঠেকানো যাদের কাজ, তারা তো ঠেকাতে পারেনি। তবে কেউ যদি দেশের বাইরে তার ডলার অ্যাকাউন্ট থেকে করে থাকে, সেখানে কিছু করার নেই। কিন্তু এরকম ঘটনা আবারো ঘটতে পারে। তাই এখন তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন কারা টাকা পাঠিয়েছে, কিভাবে পাঠিয়েছে। সেটা বের করা গেলে ভবিষ্যতে হয়তো এটা বন্ধ করা যাবে। ক্রিপ্টো কারেন্সি অবৈধ। তারপরও সেটা এখানে ব্যবহার হচ্ছে। এর মাধ্যমে আরো টাকা পাচার হচ্ছে বলে আমার ধারণা। তার কথা, বিকাশ বলেন, ব্যাংক বলেন, তারা তো আর ক্রিপ্টো কারেন্সি করে দিতে পারে না। তাদের সেই সুযোগ নেই। তাই যারা এটা করে, তাদের ধরার জন্য দক্ষ লোক দরকার। যে রেগুলেটরি বডিগুলো আছে, আদের আরো দক্ষ এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ যাদের দায়িত্ব, তারা এটা তদন্ত করছে। আমরাও দেখছি। তবে আমাদের পক্ষে এটা আগে বোঝা সম্ভব ছিল না। কারণ, যারা ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন, তারা গোপনে করেছেন। তারা জানতেন, এটা অবৈধ। প্রকাশ হলে তিনি করতে পারবেন না, ধরা পড়বেন। এখন প্রতারিত হওয়ার পর বলছেন।

তার কথা, কারো ব্যক্তিগত পর্যায়ের লেনদের মনিটরিং করা কীভাবে সম্ভব? আর সেটা তো করছে গোপনে। প্রকাশ্যে করলে আমরা দেখতে পারতাম। তারা নিজেরা অবৈধকাজে জড়িয়ে পড়ছে। এর আগে আমরা এমএলএম, ইকমার্স নিয়েও সতর্ক করেছি। তারপরও প্রতারণা হয়েছে। মানুষ সতর্ক হচ্ছে না।

তিনি জানান, এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক সিআইডির সহায়তায় এই ধরনের বেশ কিছু ওয়েবসাইট বন্ধ করেছে। কিন্তু ১০টি বন্ধ করলে নতুন চারটা শুরু হয়। তাই মানুষের সচেতন এবং সতর্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি।

সাময়িকী

ভারতের চন্দ্রবিজয়

চাঁদের বুকে অবতরণ করলো চন্দ্রযান৩। ইতিহাস তৈরি হলো। সবার আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে গেল ভারতই। বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টা বেজে চার মিনিটে ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদে নামলো।

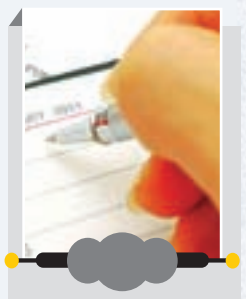

অমলকৃষ্ণ
কলামিস্ট

চন্দ্রযান৩ পারলো। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামতে। ঠিক যে পরিকল্পনা করেছিলেন বৈজ্ঞানিকরা, সেটাই হলো। সন্ধ্যা ছয়টা বেজে চার মিনিটে চাঁদের মাটি স্পর্শ করলো ল্যান্ডার বিক্রম। ইসরোর বৈজ্ঞানিকরা হাততালি দিতে শুরু করলেন। এক অসাধারণ মাইলফলক স্পর্শ করলেন বৈজ্ঞানিকরা।

এবার রোভার প্রজ্ঞান চাঁদের মাটিতে পরীক্ষা করবে। দেখবে জলীয় বরফ আছে কি না। বিশ্লেষণ করবে তার চরিত্র। ফলে চন্দ্রযান৩এর অপরিসীম গুরুত্ব আছে।

এর আগে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, অ্যামেরিকা, চীনের চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে। ভারত সেই এলিট গ্রুপে শামিল হলো। তবে অন্য কেউ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে যায়নি। ভারত প্রথম গেল। সেজন্যই চন্দ্রযান৩ বাড়তি গুরুত্ব পচ্ছে।

কয়েকদিন আগেই চাঁদে নামতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় রাশিয়ার লুনা ২৫। কিন্তু চন্দ্রযান৩ এর নামার ক্ষেত্রে কোনো গোলমাল হয়নি। একেবারে মসৃনভাবে তা চাঁদের মাটি ছোঁয়।

ভারতের সফল চন্দ্রাভিযানের পরই মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা অভিনন্দন জানায় ইসরোকে।

চন্দ্রযান৩ চাঁদ স্পর্শ করার পরই শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ। ব্রিকস শীর্ষসম্মেলন যোগ দিয়েছেন মোদী। তিনি এখন সাউথ আফ্রিকায় আছেন। সেখান থেকেই মোদী বিজ্ঞনীদের ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এ বার সূর্য অভিমুখে যাবে আদিত্য এল ওয়ান মিশন, ইসরো শুক্রেও মহাকাশযান পাঠাবে। মহাকাশে মানুষও পাঠাবে ভারত।

জানা অজানা

সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের কার্যালয়ে হামলা, অর্থনীতি নিয়ে বিক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার একটি প্রদেশে তীব্র অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংকটে দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়েছে। ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির স্থানীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। বিরোধী সক্রিয়বাদীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে শুরু হওয়া সরকারবিরোধী সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা দ্রুজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুইদা প্রদেশের সঙ্গে রাজধানী দামেস্কের সংযোগকারী একটি মহাসড়কও আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারি খাতের মজুরি ও পেনশন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জীবনযাত্রার অবস্থার অবনতি এবং মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় এই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। সরকারের শক্ত ঘাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, রাজধানী দামেস্ক এবং আলেপ্পো ও হোমসসহ বৃহত্তম শহরগুলোতে এখনও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েনি। তবে জর্ডানের সীমান্তবর্তী দারা প্রদেশেও এসব ঘটনা ঘটে। ২০১৮ সালে সরকারী বাহিনী এটি পুনরুদ্ধার করার পর থেকে এই অঞ্চলের অর্থনীতির অবনতি হয়েছে এবং অপরাধ বেড়েছে। সিরিয়ার সরকার এই বিক্ষোভে সাড়া দেয়নি। যুদ্ধাপরাধ ও অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততার অভিযোগে বছরের পর বছর ধরে সংঘাত, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা এবং পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দেশটির অর্থনীতি লড়াই করছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, দেশটির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। সুইদা প্রদেশ, দেশটির দ্রুজ সংখ্যালঘুদের আবাসস্থল। গত ১৩ বছর ধরে তারা বেশিরভাগই সিরিয়ার সংঘাত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্ট মিডিয়া কালেক্টিভ সুওয়াইদা ২৪ এর এডিটর ইনচিফ রায়ান মারুফ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, এক সময় বেশিরভাগ মানুষ নিরপেক্ষ বা অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু এখন তারা রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া তাদের জীবনের উন্নতি হতে পারে বলে আর বিশ্বাস করে না।

পাঠকের চিঠি

শিক্ষক এর অপর নাম গুরু

আমাদের ভারতীয় পরম্পরায় শিক্ষক কে গুরুর আসন দেওয়া হয়েছে।মা বাবা সন্তানদের জন্ম দেয় ও লালন পালন করে আর শিক্ষক ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে ,বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে তাদের যথার্থ মানুষ তৈরি করে।এ জন্য তাদের শিক্ষা গুরু বলা হয়। গু মানে অন্ধকার আর রু মানে আলো অর্থাৎ যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান তিঁনিই গুরু।শিক্ষা দান করা ও গুরুগিরি করা আমি মনেকরি পৃথিবীতে সবথেকে মহত্ব পূর্ন অথচ কঠিন ও জটিল কাজ।প্রথমত যিনি শিক্ষক হবেন বা গুরু হবেন তাঁকে প্রথমে চরিত্রবান হতে হবে,জ্ঞানী হতে হবে,অনুশাসিত হতে হবে,সকল প্রকারের নেশা ছাড়তে হবে,সেবা ভাবনা থাকতে হবে ইত্যাদি। আগেরকার দিনে শিক্ষক দের মধ্যে এসব গুন ছিলো তাই তাঁরা প্রকৃত গুরু ছিলেন।তাঁদের মান সম্মান ইজ্জত সব কিছু ছিলো।কিন্তু বর্তমান যুগে শিক্ষার ব্যবসায়ী করণের ফলে শিক্ষক আজ গুরুর সম্মান হারিয়ে ফেলেছে ।শিক্ষকতা করা আজ যেন চাকরি করা মাত্র।ছেলে মেয়েরা পড়ছে না পড়ছে, সৎ শিক্ষা পারছে না পারছে তা দেখার কিছু নেই।মাস পোহালে বেতন তো পাবই তাই ওতো মাথা ঘামিয়ে লাভ কি।আগেকার দিনে গুরু শিষ্যের সম্মন্ধ পিতা পুত্র ও পিতা পুত্রীর মতো ছিল।মা বাবার থেকেও শিক্ষক তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের শাসন করতেন বেশি।আবার ভালো ও বাসতেন খুব। এখন শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে গেছে।এখন ছেলে মেয়েদের কে মারতে পারবেন না,পরীক্ষায় ফেল করতে পারবেন না ইত্যাদি।এখন এমন ও দেখা যায় কিছু কিছু শিক্ষক নেশা করে বিদ্যালয়ে আসেন।শুধু তাই নয় এমন দুচার জন হতভাগা শিক্ষক আছেন যাঁরা উঠতি বয়সের মেয়েদের সাথে প্রেম করেন এবং বিদ্যালয় থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে ও করে ফেলেন।যদিও এসব সংখ্যায় কম কিন্তু এ ধরনের শিক্ষক আছেন যাঁরা সত্যি শিক্ষক সমাজের কলংক। আমাদের সময় টিউশানি বলে কোনো জিনিস ছিলো না।আমরা যা শিখতাম বিদ্যালয়েই শিখতাম।এখন কিন্তু আপনি আপনার ছেলে মেয়েদের কে যতই নাম করা স্কুলে পড়ান না কেন আপনাকে কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষকের কাছে আপনার ছেলে মেয়েদের কে টিউশানি দিতেই হবে।বলার তাৎপর্য এখনকার শিক্ষদের মধ্যে সেবা ভাবনা নেই,গুরু ভাব নেই।শিক্ষার নামে ব্যবসা চলছে আজ চারিদিকে।আজ অবশ্যই দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আই এস অফিসার তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরি হচ্ছে না।প্রকৃত গুরু ও প্রকৃত শিষ্য তৈরি হচ্ছে না যা খুবই চিন্তার বিষয়। **সুনীল কুমার দে,পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এসির মধ্যে আরাম করা ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিলে অসম রসাতলে যাবে বলে ভূপেন বরাকে প্রত্যুত্তর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি মুঙ্গেরি লালের স্বপ্নে বলে আখ্যা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার প্রতিটি মন্তব্য ঘিরে সচরাচর ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদের সঙ্গে তুলনা করে ইতিমধ্যে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। এবার এসিতে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসা তার লক্ষ্য বলে করা ভূপেন বরার মন্তব্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে বিতর্ক সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। এসির মধ্যে আরাম করা ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিলে অসম রসাতলে যাবে বলে তাকে প্রত্যুত্তর জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তাছাড়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি মুঙ্গেরি লালের স্বপ্নে বলে আখ্যা দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা।

প্রসঙ্গত সাংসদ গৌরব গগৈ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য মহানগরের জিএস রোডে স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে তাকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন তিনি যুধিষ্ঠির নন, তিনি অর্জুন। তার হাতে থাকা সভাপতির আসনটি গান্ডীব বলে আখ্যা দিয়ে যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করবেন বলে মন্তব্য করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তাছাড়া তিনি বলেছিলেন সামাজিক মাধ্যমে অনেকে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। তবে তিনিও মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। সারা জীবন রাজিব ভবনে না থাকে মাঝেমধ্যে জনতা ভবনের এসি কক্ষে বসতে চান তিনি। ফলে আমাদের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী চাই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী হতে চাইলে রাজ্যের ৬৪ কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয়লাভ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য বহু কেন্দ্র রয়েছে যেখানে একটু চেষ্টা করলি কংগ্রেস জয়লাভ করতে সক্ষম হয়ে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার এই মন্তব্য লুফে নিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। মঙ্গলবার বিশ্বনাথ পানপুরে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন এসিতে থাকা ব্যক্তিকে যদি মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বানানো হয় তাহলেতো অসম রসাতলে যাবে। পূর্বে রাজনীতিতে সবাই বলতো সাধারণ জনতাকে সেবা করার জন্য দিশপুরে যেতে হবে। অসমের সেবা করতে দিশপুরে যেতে হবে। কিন্তু বর্তমান নিজেকে অর্জুন বলে দাবি করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদী বলা ব্যক্তি বলছেন জনতা ভবনে এসির মধ্যে আরাম করবেন। এসির মধ্যে থাকতে আসা অর্থাৎ বিলাসবহুল জীবন কাটানোর লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের জন্য কোন চিন্তা নেই। এসিতে থাকার সাংকেতিক অর্থ হচ্ছে বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করা। ফলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার বিলাসবহুল জীবন চাই। তার রাজিব ভবনের কষ্টের জীবন চাই না। সাধারণ মানুষ মরে শেষ হয়ে গেল তার কোনো যায় আসে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন তিনি স্বয়ং কাদা মাটিতে জলে বৃষ্টির মধ্যে এখানে এসেছেন। কিন্তু তাদের লক্ষ্য জনতা ভবনের এসি। তাদের যদি ভোট দেওয়া হয় তাহলে অসম ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য করে এই ধরনের বহু মন্তব্য, মুঙ্গেরি লালের হাসিন স্বপ্ন বহু দেখা হয়েছে। একনাগরের চৌদ্দটি নির্বাচনে তাদের অনেক গোল দেওয়া হয়েছে। গোলপোষ্টে

তাদের কেউ নেই। খালি গোলপোস্টে বিজেপি অনবরত গোল করে যাচ্ছে। ভূপেন বরা সহ কংগ্রেসের বীররা রাজিব ভবনে বসে লম্প ঝম্প করেন। কিন্তু যখন নির্বাচন আসবে সেই সময় মাঠ সম্পূর্ণ খালি থাকবে। বিজেপি গোল করে যাবে এবং জয়লাভ করবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি মহাভারতের কথা বলে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা হিন্দু সমাজকে বিপদে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি হিন্দুর ভগবানদের অসম্মান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদী পর্যন্ত বলেছেন তিনি। ফলে ভূপেন বরাকে এই কথাগুলো বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন অন্যথা হিন্দুদের সভ্যতা সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বাসনাকে মুঙ্গেরি লালের স্বপ্ন বলে আখ্যা দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন এই ধরনের কথা বলে কোনো লাভ নেই। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তার জন্য এক স্বপ্ন। তিনি মুঙ্গেরি লালের স্বপ্ন দেখছেন। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন প্রথমেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তার তো রাজা হওয়া উচিত ছিল। যুধিষ্ঠির রাজা ছিলেন। যেহেতু তিনি বিরোধী দল কংগ্রেসের মূল নেতা। ফলে তার যুধিষ্ঠির হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির না হয়ে অর্জুন হতে চাইছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা।

জমিয়ত উলেমা ই হিন্দ এর সভাপতি আসাদ মাদানী, বদরুদ্দিন আজমলের উপস্থিতিতে আয়োজিত শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা আঃদোলন। এরই অংশ হিসেবে জমিয়ত উলেমা ই হিন্দ এর সভাপতি হযরত মৌলানা সৈয়দ মাহমুদ আসাদ মাদানী, সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলের উপস্থিতিতে আযোজিত শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্ধিত জনগোষ্ঠীর অসহনশীলতা, ইউনিফর্ম সিভিল কোড, দেশের বর্ধিত অন্যায় এবং অবিচার, মনিপুরের অশান্তি এবং মহিলার উপর নির্যাতন এই বিষয়গুলো নিয়ে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া স্থিত প্রাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে মঙ্গলবার আযোজিত শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনে বিভিন্ন মুসলমান সংগঠনের নেতা, দেশের গণ্যমান্য সচেতন ব্যক্তি, ধর্মগুরু এবং বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন একই মঞ্চে একসাথে ছিলেন জমিয়ত উলেমা ই হিন্দ এর সভাপতি হযরত মৌলানা সৈয়দ মাহমুদ আসাদ মাদানী, সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল সহ অন্যান্যরা। এই মঞ্চের মাধ্যমেই শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার শুরু হয়েছে আঃদোলন। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে একাংশ ঘৃণা রাজনীতির মাধ্যমে বিভেদ আনার যে প্রয়াস করেছে সেটা বাধা দেবার জন্যই এই আঃদোলন শুরু করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আসাদ মাদানী। এটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার আঃদোলন বলে উল্লেখ করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনে এদিন গ্রহণ করা প্রস্তাব অনুযায়ী বর্ধিত জনগোষ্ঠীর অসহনশীলতা শীর্ষক প্রস্তাবে দেশে সংগঠিত রূপে সম্প্রসারণ ঘটা জনগোষ্ঠীয় অসহনশীলতা এবং জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া কার্যের উপর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চারদিকে ঘৃণা এবং অসহনশীলতা পরিবেশ রচনা করা এবং এক্ষেত্রে মন্তব্য করা বৃদ্ধি পেয়েছে। মিথ্যা অপবাদ ভিত্তিক এবং ঘৃণা সূচক বক্তব্য এবং খবরের মাধ্যমে সমাজের পরিবেশ কলুষিত করার অপচেষ্টা চলছে। লাভ জিহাদ, সন্ত্রাসবাদ, মসজিদ মাদ্রাসা আদিত আক্রমণ, মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তিন তালাক, ধর্মান্তকরণ, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় গুলি উত্থাপন করে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিবেশ বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে। ফলে প্রতিজন ব্যক্তি দেশে ন্যায়, শান্তি, সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। ঐক্য সংস্কৃতির মাধ্যমে এক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে প্রত্যেকে চেষ্টা করবেন বলে সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ইউনিফর্ম সিভিল

কোড সংক্রান্ত প্রস্তাবের অধীনে সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দেশ একটি বিচিত্রময় সমাজের সমষ্টি বিশেষ। বিভিন্ন ধর্ম রং বিরং ভাষাভাষী সংস্কৃতি এবং জাতির এটা এক সুন্দর বাগান। এই জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমন্বয় এবং সংহতি সৃষ্টি করা, তাদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য সংবিধানে সুসংগঠিত দফা এবং অধীনিয়ম গুলো পারিত করা হয়েছে। ফলে সেগুলো উলঙ্গা করার কোন যুক্তি নেই। ল কমিশন নিজের বিগত প্রতিবেদনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপ্রযোজনী এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে সেটা জারি করলে বিচিত্রতা এবং অজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। যেই পরিবেশে এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে সেখানে বেশকিছু প্রশ্নচিহ্ন এবং সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ফলে এদিনের সভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড এর ধারণাকে ভারতের দেশপ্রেমী নাগরিকদের অধিকাংশ সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বতন্ত্র তথা অধিকারের সঙ্গে ভিন্নতায় ঐক্য তার পরিপন্থী হিসেবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা অভিবর্তনের ক্ষেত্রে আযোজিত এদিনের সভায় দেশে বর্ধিত অন্যায় এবং অবিচার সংক্রান্তে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া মণিপুরে সংগঠিত বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, রাজ্যটিতে সৃষ্টি হওয়া অশান্তি এবং মহিলার উপরে নির্যাতনের ঘটনা সংক্রান্তে গভীর উদ্যোগ প্রকাশ করে সেখানে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। মহিলাকে অপমান করা ঘটনার ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শান্তির প্রদানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মণিপুরে হিংসা জর্জরিত পরিস্থিতি রোধ করার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এদিনের সভা সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেছে।

আগামী ২৫২৬ আগস্ট ভোটারদের আকৃষ্ট করতে রাজ্য বিজেপি বাড়ি বাড়ি যাবে বলে মন্তব্য সভাপতি ভবেশ কলিতার

৫ শতাধিক দলীয় কার্যকর্তার উপস্থিতিতে বিজেপির ভোটার চেতনা অভিযান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র করে শাসক দল বিজেপি ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর নতুন বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর সীমানা অনুযায়ী ভোটার তালিকা অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। আগামী ২৫২৬ আগস্ট ভোটারদের আকৃষ্ট করতে রাজ্য বিজেপি বাড়ি বাড়ি যাবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে ৫ শতাধিক দলীয় কার্যকর্তার উপস্থিতিতে বিজেপির ভোটার চেতনা অভিযান কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজস্বভাবে তৎপরতা শুরু করেছে। কিন্তু শাসকদল বিজেপির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে মঙ্গলবার ভোটার চেতনা অভিযান কার্যসূচি পালন করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে আযোজিত ভোটার চেতনা অভিযান শীর্ষক কার্যসূচিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক দলীয় কার্যকর্তা অংশগ্রহণ

করেছেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি সংসদীয় ভোটার তালিকা অনুযায়ী সাধারণ জনতার কাছে সরকারের কল্যাণকামী পদক্ষেপগুলো নিয়ে যাবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজেপি ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিন রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় আযোজিত ভোটার চেতনা অভিযান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ পল্লব লোচন দাস, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জি আর রবীন্দ্র রাজু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্য বিজেপির এই কার্যসূচিতে দলীয় কার্যকর্তারা নতুন ভোটার নাম কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন, ভোটারদের কিভাবে নিজের নাম শুদ্ধ করা কিংবা প্রযোজেনে নাম কিভাবে কর্তন করতে হবে এই সংক্রান্তে দলীয় কার্যকর তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিজেপির একের পর এক দলীয় নেতার দল থেকে বহিষ্করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত

রাজ্য বিজেপির ভ্রাতৃ সংগঠন বলে পরিচয় দেওয়া দুই ভুয়া সংগঠনের বিরুদ্ধে থানায় দলের এজাহার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার বাস্তব উদাহরণ। শাসক দল রাজ্য বিজেপিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি করা এক আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে পুলিশ চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন তথ্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এক এক করে মুখোশ খুলছে বিভিন্ন বিজেপি নেতাদের। সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে শাসকদলের একের পরও একা নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে একের পর এক দলীয় নেতার দল থেকে বহিষ্করণ প্রক্রিয়া। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্দেশ অনুযায়ী দলীয় নেতা সোমেন্দ্র নাথ ডেকাকে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করার গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে দল থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। সোমেন্দ্র নাথ ডেকা দলের জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে জনসমক্ষে ধর্না প্রদর্শন করে দল বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য প্রথমে ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্য বিজেপির সর্বস্তরে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে একের পর এক অডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে দলটিতে ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। চাকরি দেওয়ার নামে দালালি করা রাজ্য বিজেপির বহিষ্কৃত নেতা দীবন ডেকার পর এবার পুলিশ হাতে গ্রেফতার হয়েছেন দলের কৃষক মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস এবং দলীয় নেতা অসীম চক্রবর্তী। এই তিন নেতাকে ইতিমধ্যে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা অনুরাগ চলিয়া বর্তমান পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। অন্যদিকে পলাতক বিজেপি নেতা অভিমন্যু দাসের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। আগামীকাল রাজ্য বিজেপির কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে জেরার জন্য চাঁদমারি থানার পুলিশ ডেকে পাঠানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পুলিশের তদন্তে চাকরি দেওয়ার নাম করে দালালির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে বহু বিস্ফোরক তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। নলবাড়ী জেলার দলীয় নেতা অসীম চক্রবর্তী প্রায় ৪০ জন ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের নানা পদে চাকরি দেওয়ার নামে ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা করে আদায় করেছে বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। এবার ভুক্তভোগী এই ৪০ জনকে রাজসাক্ষী করে অসীম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কঠোর হতে চলেছে মহানগর পুলিশ। বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেছে। রাজ্য বিজেপির একাংশ নেতা চাকরির দেওয়ার নামে দালালিতে ব্যাপক ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন সেটা অবশেষে পুলিশ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে জাতীয়বাদী মুসলিম পাচ মান্ডা সমাজ এবং ভারতীয় পাচ মান্ডা মঞ্চ নামের দুটি সংগঠন গত বেশ কিছুদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন বলে ভুয়া পরিচয় দিচ্ছে বলে দলের তরফে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। বিজেপির ভাতৃ সংগঠন বলে পরিচয় দিয়ে সংগঠন দুটি বিভিন্ন অনৈতিক এবং অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সংগঠন দুটির সভাপতি ক্রমে শাহ আলম এবং কামরুজ জামানের এই ধরনের যেকোনো অপকর্মের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোভাবেই জড়িত নয় বলে দলটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। তাছাড়া এই দুটি সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য বিজেপির কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্টিকরণ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মঙ্গলবার কলিয়াবর জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অনিল শইকিয়া এই দুই ভুয়া সংগঠনের বিরুদ্ধে নগাঁও জেলার থানায় একটি এজাহার দাখিল করেছেন বলে জানালেন দলের সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেবান ধ্রুবজ্যোতি মরল

পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে যে সমস্যা দেখছেন রমিজ রাজা

কাবুল (ওয়েবডেস্ক) ঃ তিন ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে বেশ বড় ব্যবধানেই আফগানিস্তানকে হারিয়েছে পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে বাবর আজমদের পুঁজি ছিল ২০১ রান। যা তাড়া করতে নেমে আফগানরা গুটিয়ে যায় মাত্র ৫৯ রানে। পাকিস্তানের ১৪২ রানের বড় এই জয়ের কারিগর বোলাররা। মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন হারিস রউফ। অন্য দুই পেসার শাহিন আফ্রিদি ও নাসিম শাহ মিলে নেন ৩ উইকেট। পাকিস্তান দলের এমন বড় জয়ের পরও সামনের এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের জন্য শঙ্কার দিক খুঁজে পেয়েছেন রমিজ রাজা। সাবেক এই ক্রিকেটারের মতে, বাবর আজমদের ব্যাটিংয়ের একটি দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। আর সেটি হচ্ছে স্পিন বোলিংয়ে।

এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে। আর বিশ্বকাপ হবে ভারতের মাটিতে। সবই স্পিনবান্ধব উইকেটে। এমন সময়ে স্পিনে প্রস্তুতি থাকা দরকার ভালো মানের। কিন্তু হাম্বানতোতায় প্রথম ওয়ানডেতে আফগান স্পিনের কাছেই পাকিস্তান ব্যাটসম্যানরা পরাস্ত হয়েছেন। ১০ উইকেটের ৯টিই তুলে নিয়েছেন রশিদ খান, মুজিব উর রেহমান, মোহাম্মদ নবী ও রহমত শাহরা। তাঁদের মধ্যে খণ্ডকালীন স্পিনার রহমত ছাড়া অন্য তিনজনের বিপক্ষে ওভারপ্রতি সাড়ে চার রানও তুলতে পারেনি বাবরের দল।

আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ফুটে ওঠা এই স্পিনদুর্বলতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা দরকার বলে মনে করেন রমিজ। সাবেক পিসিবি চেয়ারম্যান নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, 'পাকিস্তান স্পিন বোলিংয়ের সামনে সমস্যায় পড়ছে। এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের আগে এটা সমাধা করা দরকার। কারণ, একই কন্ডিশনেই কিন্তু খেলতে হবে। আমরা যদি স্পিন বোলিংয়ের সমাধান না করতে পারি, টুর্নামেন্টে সামনের দিকে এগোনো যাবে না।'

স্পিন বোলিংয়ের বিপক্ষে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানের দুর্বলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে রমিজ বলেন, 'গাড়ির হেডলাইটের সামনে পড়লে খরগোশ যেমন জায়গায় আটকে যায়, পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের দেখলেও তেমনই মনে হয়।'

আফগানদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৬১ রানের ইনিংস খেলেন ইমাম উল হক। অন্য কোনো ব্যাটসম্যান ৪০-এর ঘরেও পৌঁছাতে পারেননি। অধিনায়ক বাবর আজম ৩ বল খেলে মুজিবের বলে শূন্য রানে এলবিডব্লু হন। রমিজের মতে, পাকিস্তানের ব্যাটিং বাবরনির্ভর হয়ে গেছে, 'পাকিস্তান বাবর আজমের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেটা টেস্ট হোক, ওয়ানডে হোক বা টি-টোয়েন্টি। এমনকি শূন্য রানে আউট হলেও ওকে নিয়ে আলোচনা হয়।'

বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচগুলো হবে তিনটি ভেন্যুতে। আজ আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভেন্যু তিনটির নাম নিশ্চিত করেছে-গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ ও তিরুবনন্তপুরম। ৫ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ নিজেদের প্রস্তুতি সারবে ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলে। দুটি ম্যাচের ভেন্যু গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ২৯ সেপ্টেম্বর আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এ মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরের প্রস্তুতি ম্যাচটি ২ অক্টোবর, প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। ম্যাচ দুটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায়। বিশ্বকাপের দলে থাকা ১৫ জনই প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারবেন। দুটি করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বাকি ৯ দলও। ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের দিন তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হবে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। গুয়াহাটিতে পরদিনই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ড। একই দিন অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডস খেলবে তিরুবনন্তপুরমে। এই ভেন্যুতেই ২ অক্টোবর খেলবে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। পরদিন তিরুবনন্তপুরমে ভারত-নেদারল্যান্ডস, হায়দরাবাদে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া ও গুয়াহাটিতে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচের পর্ব। এক দিন পর ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরাও পাবেন ছেলেদের সমান ম্যাচ ফি

লন্ডন ঃ তৃতীয় দেশ হিসেবে পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফিতে সমতা আনার ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নারী ক্রিকেটাররা পুরুষদের সমান ম্যাচ ফি পাবেন বলে জানিয়েছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। এর আগে গত বছর নিউজিল্যান্ড ও ভারত সমান ম্যাচ ফির নিয়ম চালু করে।

ম্যাচ ফি দেওয়া হয় একজন খেলোয়াড়ের ম্যাচে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। এ ছাড়া বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা আলাদাভাবে বেতন পেয়ে থাকেন, যা সাধারণত ওই ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা, দক্ষতার ভিত্তিতে ক্যাটাগরির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

সিএসএ দক্ষিণ আফ্রিকান মেয়েদের সুখবরটি দিয়েছে নারী ক্রিকেটে নতুন ঘরোয়া কাঠামো প্রকাশ অনুষ্ঠানে। চলতি বছর মেয়েদের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, যা প্রোটিয়া ক্রিকেটে যেকোনো সিনিয়র দলের প্রথম ফাইনাল। এর আগে গত বছর মেয়েদের আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। দেড় বছরের ধারাবাহিক ভালো ক্রিকেটকে আরও ওপরে তুলে নিতে মেয়েদের উৎসাহিত করার উদ্যোগ হিসেবে নতুন ক্রিকেট লিগ চালু করেছে সিএসএ।

সিএসএর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফোলেতসি মোসেকি বলেন, 'মেয়েদের ক্রিকেটে পেশাদার লিগ চালু করতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত। এটা আমাদের জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অসাধারণ অর্জনকে উদ্‌যাপন এবং আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ খুলে দেওয়ার উদ্যোগ।'

এখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া প্রতিযোগিতার প্রতিটি দল ৫ জন বাড়িয়ে মোট ১১ জন খেলোয়াড় চুক্তিবদ্ধ করতে পারবে। কোচ ও কোচিং স্টাফের সদস্যও আগের চেয়ে বেশি রাখা যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নারী ক্রিকেটাররা ছেলেদের সমান ম্যাচ ফি পাবেন আগামী মাস থেকে। সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবেন তাঁরা। আইসিসির পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে গত বছরের জুলাইয়ে প্রথম দল হিসেবে নারী-পুরুষ ক্রিকেটে সমান ম্যাচ ফি চালু করেছিল নিউজিল্যান্ড। একই বছরের অক্টোবরে সমান ফির নিয়ম চালু করে ভারত।

ওয়ানডেতে প্রতিপক্ষকে সবচেয়ে বেশিবার ১০০ রানের নিচে অলআউট করেছে কারা?

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের ওয়ানডে অভিষেক ১৯৭৩ সালে। পরের ৫০ বছরে ৯৫৪টি ওয়ানডে খেলেছে পাকিস্তান। এই সংস্করণের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা গতকালই প্রথম প্রতিপক্ষকে ৬০ রানের নিচে অলআউট করেছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটায় নিজেরা ২০১ রানে অলআউট হয়ে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেটা পাকিস্তান জিতেছে ১৪২ রানে। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান অলআউট মাত্র ৫৯ রানে।

ওয়ানডেতে এ নিয়ে ১৬ বার প্রতিপক্ষকে ১০০ রানের নিচে অলআউট করেছে পাকিস্তান। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে তাদের চেয়ে প্রতিপক্ষকে বেশি অলআউট করেছে মাত্র দুটি দল-শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া ৯৭৮ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ১৮ বার ও শ্রীলঙ্কা ৮৯৪ ম্যাচে ২০ বার প্রতিপক্ষকে ১০০ রানে অলআউট করেছে

৫২ বছরের ইতিহাসে গতকাল পর্যন্ত ওয়ানডে হয়েছে ৪৬২৫টি। আর ১০০ রানের নিচে অলআউট হওয়ার ঘটনা ১৩৭টি। এর মধ্যে ৫০ রানের নিচে অলআউট হওয়ার ঘটনা আছে ৯টি।

ওয়ানডেতে দলীয় সর্বনিম্ন স্কোর ৩৫, দুবার হয়েছে তা। ২০০৪ সালে হারারেতে জিম্বাবুয়েকে ৩৫ রানে অলআউট করে শ্রীলঙ্কা। ১৬ বছর পর কীর্তিপুরে নেপাল যুক্তরাষ্ট্রকে ৩৫ রানে অলআউট করে বিশ্ব রেকর্ড ছোঁয়। আগের রেকর্ডটাও ছিল লঙ্কানদের। ২০০৩ বিশ্বকাপে পার্লে কানাডাকে ৩৬ রানে অলআউট করেছিল শ্রীলঙ্কা। ওয়ানডেতে দুবার প্রতিপক্ষকে অলআউট করেছে বাংলাদেশ। দুবারই চট্টগ্রামে। ২০০৯ সালে জিম্বাবুয়েকে ৪৪ রানে অলআউট করার পর ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬১ রানে অলআউট করেন বাংলাদেশের বোলাররা।

প্রতিপক্ষকে মাত্র দুবার অলআউট করলেও বাংলাদেশ ওয়ানডেতে নিজেরা এক শর নিচে অলআউট হয়েছে ১৬ বার। বাংলাদেশের চেয়ে বেশিবার ১০০ রানের কমে অলআউট হয়েছে মাত্র একটি দেশ-জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুইয়ানরা এ পর্যন্ত ১৯ বার অলআউট হয়েছে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে।

অটোমান সাম্রাজ্যে সুলতানদের ভাই হত্যার বিতর্কিত সে অধ্যায়

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ অটোমান সাম্রাজ্যের শত শত বছরের রাজত্বের বিভিন্ন চরিত্র (যারা ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশ শাসন করেছে এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে) এখনো অনেক টিভি নাটক এবং সিরিজের আলোচ্য বিষয়।

এর মধ্যে প্রথম সুলতান আহমেত এবং তার স্ত্রী কুসুম সুলতানের জীবন নিয়ে একটি ধারাবাহিক নাটক নির্মিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, সুলতান আহমেত আশপাশের লোকজন এবং সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে প্রতিনিয়ত চাপের মধ্যে রাখতেন, যেন তিনি তার ছোট ভাইদের হত্যা করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিটি সমাজে সিংহাসনের দখল পেতে ভাই-বোন, পিতা-পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হানাহানি বা যুদ্ধের ঘটনা নতুন কিছু নয়।

তাহলে অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এমন ঘটনার কী ধরণের উদাহরণ রয়েছে? প্রথমে সুলতান আহমেদের বাবা সুলতান মেহমেত-এর (তৃতীয়) সিংহাসন দিয়ে শুরু করা যাক।

১৫৯৫ সালের একদিন। অটোমান সাম্রাজ্য তাদের ক্ষমতার চরম শিখরে রয়েছে। এটি সেইদিন যেদিন সুলতান মুরাতের (তৃতীয়) মৃত্যুর পর তার সিংহাসনের ক্ষমতা পুত্র মেহমেতের হাতে অর্পণ করা হয়, যিনি এখন সুলতান মেহমেত তৃতীয় নামে পরিচিত।

কিন্তু ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় থাকার কারণ নতুন সুলতানের আগমন নয় বরং ইস্তাম্বুলের রাজপ্রাসাদে ১৯ জন রাজকুমারকে হত্যার ঘটনা দিনটিকে স্মরণীয় করেছে।

এই সমাধিগুলো নতুন সুলতান মেহমেত -এর (তৃতীয়) ভাইদের ছিল, যাদের সেই সময়ে রাজ্যে প্রচলিত ভ্রাতৃহত্যার রাজকীয় ঐতিহ্য অনুসারে, নতুন সুলতান সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে লর্ডস অফ দ্য হরাইজনস বইতে, লেখক জেসন গুডউইন ইতিহাসের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে ওই রাজপুত্রদের একে একে হত্যা করা হয়েছিল।

তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, যিনি বেশ সুন্দর ও সুস্থ দেহের অধিকারী ছিলেন, তিনি মিনতি করে বলেছিলেন - 'আমার জাহাঁপনা, হে আমার ভাই, যিনি এখন আমার বাবার জায়গায় আছেন, আমার জীবন এভাবে শেষ করবেন না।'

সেই দিনটির কথা উল্লেখ করে, জেসন লিখেছেন যে ইস্তাম্বুলের নাগরিকরা রাস্তায় এই শেষকৃত্যের মিছিল দেখে কেঁপে উঠেছিল।

ইতিহাসবিদ লেসলি পি. পিয়ার্স তার 'ইম্পেরিয়াল হেরেম ঃ উইমেন অ্যান্ড সরোরিটি ইন দ্য অটোমান এম্পায়ার' বইতে ওই সময়ের আলোকে লেখা ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে সুলতান মুরাতের (তৃতীয়) শেষকৃত্যের পরের দিন, তার ১৯ জন রাজপুত্রকেও দাফন সম্পন্ন করা হয়েছিল।

ওই শেষকৃত্যে যোগ দিতে ইস্তাম্বুলের বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সবার চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠেছিল।

আমরা যদি ১৫৯৫ সাল থেকে একুশ বছর পিছিয়ে যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সুলতান মেহমেত সোয়াইমের বাবা সুলতান মুরাত সোয়াইম তার শাসনের প্রথম দিন যা করেছেন, সেটি এই ঘটনা থেকে আলাদা কিছু ছিল না। অর্থাৎ তাকেও এই ধরনের কঠিন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সুলতান মুরাতের পিতা, অটোমান সাম্রাজ্যের ১১তম সুলতান দ্বিতীয় সেলিম, ১৫৭৪ সালে ৫০ বছর বয়সে মারা যান। ওসমানীয় সাম্রাজ্য সেই বছর উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়াও জয় করেছিল।

সাম্রাজ্যের লাগাম তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরাত সোয়াইমের হাতে চলে যায়, যিনি তার প্রয়াত ভাইয়ের থেকে ২০ বছরের বড় ছিলেন এবং তার উত্তরাধিকার দৃশ্যত অবিসংবাদিত ছিল।

কিন্তু তারপরেও সুলতান মুরাত সিংহাসনে আরোহণের সময় তার সব ভাইদের হত্যা করেছিলেন এবং তাদেরকে পিতা সুলতান সেলিম দ্বিতীয়ের পাশে সমাহিত করা হয়েছিল।

ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন ফিঙ্কেল তার বই 'উসমানস ড্রিম ঃ দ্য স্টোরি অফ দ্য অটোমান এম্পায়ার ১৩০০-১৯২৩' বইয়ে সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের ইহুদি চিকিৎসক ডোমেনিকো হারসোলমিতানোকে উদ্ধৃত করেন, যিনি রাজকুমারদের মৃত্যুদণ্ডের বর্ণনা দিয়েছিলেনঃ ওই চিকিৎসকের ভাষ্য মতে, 'সুলতান মুরাদ খুব দয়ালু ছিলেন। তার নয় ভাইয়ের জীবন কীভাবে বাঁচানো যায় যে উপায় সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন তিনি। এজন্য সিংহাসনে বসার আগে তিনি আঠার ঘণ্টা অপেক্ষা করেন এবং শহরে তার আগমনের কোন ঘোষণাও দেননি। সুলতান মুরাদ রক্তপাত সহ্য করতে না পারছিলেন না, তার হৃদয় ভেঙে পড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্যের আইন লঙ্ঘনের ভয়ে, তিনি রাজকুমারদের শ্বাসরোধ করে হত্যার নির্দেশ দেন। সে সময় এই কাজটি করতো বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বধির-মূক ব্যক্তি। ওই রাজকুমারদের শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার জন্য তাদের নয়টি রুমাল দেয়া হয়েছিল। ভাই মুরাত এবং মেহমেতের ভাইদের ছোট কবরগুলো দেখলে ধারণা পাওয়া যায়, একজন নতুন সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পরে তখন সাম্রাজ্যে ক্ষমতার বিশৃঙ্খলা এড়াতে কী চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

বহু রাজপুত্র ও রাজকন্যা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যে বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল সেটি হচ্ছে - এতো রাজপুত্র ও রাজকন্যা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কোন বিদ্রোহ বা কোন অপরাধের কারণে হয়নি বরং হত্যার শিকার উত্তরসূরীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাদের ভুল করার বয়সও হয়নি।

যে আইন বা ঐতিহ্যের অধীনে এই রাজপুত্র এবং রাজকুমারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল তা ১৫ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতান দ্বিতীয় মেহমেত ১৪৮১ সালে তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে নতুন সুলতান তার ভাই বোনদের হত্যা করতে পারতেন।

মি. ফিঙ্কেল লিখেছেন, সুলতান মেহমেত (দ্বিতীয়) তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। তবে নিজের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে উত্তরাধিকার সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি তার বক্তব্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তার ভাইদের হত্যার অনুমোদন দিয়েছিলেন। তার যে ছেলে সুলতান হবে, তার বাকি ভাই বোনদের মেরে ফেলা উচিত হবে। এটি বিশ্বের জন্য ভালো হবে।

তুরস্কের ইতিহাস ও আইনের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আকরাম বোরা আকাঞ্জে এই ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছেন যে, সুলতান দ্বিতীয় মেহমেত তৎকালীন প্রচলিত আইন সংস্কারের জন্য নতুন এই আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং সুলতানের মতে, ' অধিকাংশ আলেম এর পক্ষে ছিলেন।

ড. আকরামের এই লেখাটি তুরস্কের সংবাদপত্র রোজনামা সাবাহ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভ্রাতৃ হত্যার আইন অটোমান ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল, ড. আকাঞ্জে লিখেছেন।

তখন শুধু ভুল বোঝাবুঝি থেকেও অনেক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। তিনি আরও লিখেছেন যে, কোন রাজপুত্র কোন ভুল করেছেন বলেই তাকে হত্যা করা হতো এমন কোন আবশ্যকতা ছিল না।

অনেক সময় তাদেরকে হত্যা করার বিষয়টিকে ন্যায্য দেখানোর জন্য তারা শুধু একটি বিপদের অনুমান করতেন। সেটি হচ্ছে, রাজকুমাররাজকুমারীরা ভবিষ্যতে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

কিন্তু সুলতান দ্বিতীয় মেহমেত কেন এই আইনের প্রযোজনীয়তা অনুভব করলেন? এটা বোঝার জন্য আমরা একটি ঘটনার সাহায্য নিতে পারি। এজন্য আমাদের উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রায় ৭০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে যখন ১৪০২ সালের জুন মাসে আঙ্কারার কাছে উসমানীয় শাসক সুলতান বায়েজিদ এবং সুলতান তৈমুরের (তিমুর লিং) মধ্যে একটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল।

ক্যারোলিন ফিঙ্কেল লিখেছেন, তিমুর লিং তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ৩০ বছর পরে যুদ্ধের বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। এই সময় তিনি চীন এবং ইরান হয়ে আনাতোলিয়ায় অটোমান সুলতানদের অঞ্চলে এসে পৌঁছান।

ক্যারোলিন ফিঙ্কেল বলেছেন যে তৈমুর লিং নিজেকে চেঙ্গিস খানের উত্তরসূরি হিসাবে বিবেচনা করতেন। আনাতোলিয়ান সেলজুক মঙ্গোল অঞ্চল নিজের দখলে নেয়ার উপর ভিত্তি করে তিনি এই দাবি করতেন।

তিনি আনাতোলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের (যেগুলো তখনো অটোমান সুলতানদের প্রভাবে আসেনি) মধ্যে মতভেদ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উসমানীয় সুলতান বায়েজিদেরও নজর ছিল রাজ্যগুলোর ওপর।

ফিঙ্কেল বলেছেন যে, এর ফলে ১৪০২ সালের ২৮শে জুন, তৈমুর লিং এবং বায়েজিদের বাহিনী আঙ্কারার কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদ পরাজিত হন এবং এরপর বেশিদিন তিনি বাঁচতে পারেননি। তিনি কিভাবে মারা গিয়েছেন? ফিঙ্কেল বলেছেন, বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে অটোমান সাম্রাজ্য একটি কঠিন সময়ে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী ২০ বছর ধরে গৃহযুদ্ধের কারণে অটোমান সাম্রাজ্যকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ড. আকাঞ্জের ভাষ্য মতে বায়েজিদের চার ছেলের হাজার-হাজার সমর্থক ছিল কিন্তু তারা বছরের পর বছর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত ছিল।

গৃহযুদ্ধ শেষে সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র মেহমেত (প্রথম) তার ভাইদের পরাজিত করেন এবং ১৪১৩ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হন।

সুলতান মেহমেত প্রথম অটোমান সাম্রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য বহু বছর ধরে সংগ্রাম করেছিলেন। যখন এই সাম্রাজ্য তার পিতা সুলতান বায়েজিদের অধীনে ছিল। এর মধ্যে নতুন সুলতান এবং তৈমুর লিং-এর ছেলে শাহরুখের (যিনি মারা গিয়েছিলেন) চিঠির মাধ্যমে এক দারুণ যোগাযোগ তৈরি হয়।

ক্যারোলিন ফিঙ্কেল লিখেছেন, ১৪১৬ সালে শাহরুখ তার ভাইদের হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে সুলতান মেহমেত প্রথমকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। অটোমান সুলতানের উত্তর ছিল 'দুই রাজা এক দেশে থাকতে পারে না'। আমাদের চারপাশের শত্রুরা সবসময় সুযোগের সন্ধানে থাকে।

এখানে লক্ষণীয় যে সুলতান বায়েজিদ নিজেই তার ভাইকে 'হত্যা' করে সিংহাসনে বসেছিলেন। ১৩৮৯ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের তৃতীয় সুলতান মুরাত প্রথম সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মারা যান। এই সুযোগে যুবরাজ বায়েজিদ তার ভাইকে হত্যা করে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

ফিঙ্কেল লিখেছেন যে, প্রিন্স বায়েজিদ তার ভাই প্রিন্স ইয়াকুবকে হত্যা করেছিলেন এটি অটোমান রাজবংশের প্রথম কোনও ভাইকে হত্যার ঘটনা যা নথিভুক্ত হয়েছে। তবে তিনি আরও লিখেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তার বাবার মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ভাইকে হত্যা করেছেন নাকি কয়েক মাস পরে তিনি এই হত্যা করেছেন তা স্পষ্ট নয়। যাই হোক, অটোমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং সার্বিয়া তাদের রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হয়।

জেসন গুডউইন তুর্কিদের মধ্যে উত্তরাধিকারের ঐতিহ্য সম্পর্কে তার 'মাস্টারস অফ দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য ইস্ট' বইতে উল্লেখ করেছেন যে শুরুতে অটোমান সাম্রাজ্যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন নিয়ে সমস্যা ছিল। কারণ সেই ক্ষমতা দখলের দৌড়ে রাজার ভাই, চাচা, চাচাতো ভাই, এবং কখনও কখনও নারী আত্মীয়রাও কিছুটা অংশীদার ছিল। এই পরিস্থিতি বিশ্বের অন্য রাজ্যগুলোর থেকে ভিন্ন ছিল। অন্য রাজ্যগুলোয় শুধুমাত্র বড় ছেলের ক্ষমতায় বসার অধিকার ছিল।

লেসলি পিয়ার্স লিখেছেন, অটোমান সুলতানরা শতাব্দী ধরে একটি ঐতিহ্যও পরিবর্তন করতে পারেনি।

অটোমান রাজবংশ কখনই তার শাসনের নীতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেনি,। ওই নীতি অনুসারে প্রত্যেক রাজপুত্র সিংহাসনে বসার যোগ্য ছিল, তা বাস্তবে যত অসম্ভবই হোক না কেন, লিখেছেন লেসলি পিয়ার্স।

সুলতান মুরাত এবং তার পুত্র মেহমেত দ্বারা নিজ ভাইদের হত্যার ঘটনা প্রমাণ করে যে তুর্কিয়েদের এই নীতি ইউরোপীয় আইনের বিকল্প হতে পারেনি। ইউরোপীয় আইনের অধীনে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্পূর্ণভাবে বড় ছেলের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যেখানে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের জন্য হুমকি হয় না।

প্রতিটি ছেলে তার পরিবারের উত্তরাধিকারী হয়। এই পরিস্থিতিতে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র করার জন্য কোনও ভাইয়ের প্রয়োজন ছিল না। তবে সাম্রাজ্যের শক্তিশালী চক্রগুলি সুলতানের উপর অসন্তুষ্ট হলে তারা অন্য যুবরাজকে সুলতান হিসাবে বসানোর চেষ্টা করতেন। ড. আকরাম আকঞ্জে তার প্রবন্ধে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ওগিয়ের গুসলিন ডি বিসবেকের মতামত উল্লেখ করেছেন, যিনি সুলতান সুলেমান প্রথমের শাসনামলে সেখানে ছিলেন। একজন অটোমান সুলতানের ছেলে হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কারণ তাদের একজন যখন সুলতান হয়, তখন বাকিদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে, লিখেছেন ড. আকঞ্জে। কেননা সুলতানের যদি আরও কোন ভাই বেঁচে থাকে তাহলে ক্ষমতাসীন সুলতানের ওপর সেনাবাহিনীর নানারকম দাবির চাপ থাকতো। এবং সুলতান তাদের কথা না শুনলে সেনারা বলতেন, ঈশ্বর আপনার ভাইকে আশীর্বাদ করুন অর্থাৎ ঈশ্বর চাইলে তার স্থলে তার ভাইকে সিংহাসনে বসাতে পারতেন। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী ক্ষমতাসীন সুলতানের প্রতি তাদের অসন্তোষ এবং ওপর ভাইয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ পেতো। লেসলি পিয়ার্স-এর মতে - রাজপরিবারে ভাইদের হত্যার প্রথা অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। প্রাথমিকভাবে এই ঐতিহ্যকে ক্ষমতার ঐক্য বজায় রাখার জন্য সহ্য করা হয়েছিল যাতে শাসক কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হয়। তিনি আরও লিখেছেন, শুরুতে যখন অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটছিল এবং সুলতান নিজেই রাজধানী থেকে দূরে দীর্ঘ অভিযান চালিয়েছিলেন, তখন ঐতিহ্যটি হয়তো মানুষের কাছে ঠিকই মনে হয়েছিল। কিন্তু 'সুলতান সুলেমানের রাজত্বের পরে অল্প বয়সী রাজকুমার এবং যেসব শিশু তখনও মায়ের গর্ভে ছিল, তাদেরকে এই ঐতিহ্যের অধীনে রাখা হতো, প্রায়শই সুলতানদের রক্ষা করার জন্য তারা খুব কমই রাজধানী ছেড়ে যেতেন। ১৫৭৪ সাল পর্যন্ত ইস্তাম্বুলের মানুষ তাদের সামনে রাজকুমারদের মৃত্যুর এই নাটক আর দেখেনি।

ইতিহাসবিদ লেসলি পিয়ার্স লিখেছেন, 'একজন সুলতান সিংহাসনে আরোহনের পর তার সব ভাইদের একসঙ্গে ফাঁসি দেওয়া এবং প্রাসাদ থেকে তাদের লাশের মিছিল করা, যার মধ্যে কয়েকজন রাজকুমার রীতিমতো শিশু ছিলেন, এই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে যে ভাই হত্যার এই নিয়ম পুরানো দিনের জন্য প্রযোজ্য ছিল।'

তিনি তার বইয়ে ভাই হত্যার প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর নির্মূলের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সুলতান মেহমেতের (তৃতীয়) পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান আহমেদ (প্রথম), কিন্তু চাপ থাকা সত্ত্বেও সুলতান আহমেদ তার ভাইকে হত্যা করেননি, তবে এই ঐতিহ্য তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতান আহমেত (প্রথম) এর সাত পুত্রের মধ্যে চারজনকে সুলতান ওসমান (দ্বিতীয়) এবং সুলতান মুরাত-এর (চতুর্থ) আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন।

টুকরো খবর

এমএলএম কোম্পানি যেসব উপায়ে মানুষের জন্য 'ফাঁদ' তৈরি করে

ঢাকা ঃ এমএলএম ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল এবং তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

সাধারণ মানুষকে অল্প সময়ে বেশি মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মাল্টি লেভেল মার্কেটিং -এমএলএম কোম্পানির বিপুল পরিমাণে টাকা আত্মসাৎ করে লাপাত্তা হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। এ ধরণের জালিয়াতি থেকে বাঁচতে কিছু ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ গ্রুপ সংক্ষেপে এমটিএফই নামে একটি মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) কোম্পানি। যারা দুবাইতে বসে অনলাইনে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এখানে মূলত বিনিয়োগকারীদের উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে অ্যাকাউঃট খোলানো হয়। সেই লাখ লাখ বাংলাদেশিকে নিজ নিজ অ্যাকাউন্ট থেকে অধিক মুনাফা পেতে বিনিয়োগ করতে বলা হয়। কিন্তু গ্রাহকরা বিনিয়োগ করা টাকা শেষ পর্যন্ত আর তুলতে পারেননি বলে অভিযোগ করেন।

একসময় অধিক মুনাফার আশ্বাস দিয়ে ফাঁদ পেতেছিল যুবক, ডেসটিনি, ই-ভ্যালির মতো প্রতিষ্ঠান। যাদের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা হাতিয়ে উধাও হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কোন টাকা উদ্ধার করা যায়নি।

বরং এই কোম্পানিগুলো অ্যানালগ পদ্ধতি থেকে এখন ডিজিটাল মাধ্যমে তাদের প্রতারণার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এখন আর পণ্য বিক্রি, প্রশিক্ষণ বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির কথা বলে নয় বরং রিয়েল এস্টেট, শেয়ার বাজার, ট্যুর ও আবাসিক হোটেল সেবায় বিনিয়োগের মাধ্যমে অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ আর্থিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কখনও ই-কমার্সের নামে, আর্থিক সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে, আবাসনসহ নানা ব্যবসার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে এর আড়ালে অভিনব কৌশলে চালাচ্ছে এর এমএলএম ব্যবসা। যার প্রলোভনে হুমড়ি খেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। বিশ্লেষকদের মতে, এই কোম্পানিগুলোর মূল পুঁজি মানুষের 'লোভ'। কোম্পানিগুলো অল্প সময়ে অধিক লাভের উপায় দেখানোয় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এইসব ব্যবসায় যোগ দিচ্ছে এবং অপরকে যোগ দিতে উৎসাহিত করছে। এক্ষেত্রে যে কোনো কোম্পানির সাথে আর্থিক লেনদেনের আগে সেটা কোন এমএলএম প্রতিষ্ঠান কিনা এবং প্রতারিত হওয়ার ভয় আছে কিনা তা বুঝতে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এমএলএম প্রতিষ্ঠানগুলো এমন লোভনীয় প্রস্তাব দেবে যা আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত করবে। সাধারণত এমএলএম প্রতিষ্ঠানগুলো এমন লোভনীয় প্রস্তাব দেবে যা আপনাকে অল্প সময়ের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত করবে। ই-ভ্যালি শুরুতে যখন ব্যবসায় নেমেছিল তখন তাদের ১০০ ক্যাশব্যাক, ১৫০ ক্যাশব্যাক অফারের কথা অনেকেরই মনে আছে। যা রাতারাতি প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। অবিশ্বাস্য এসব অফার মূলত দেওয়া হয়, নতুন নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করে বা পুরনো গ্রাহকদের ওপর নতুন সদস্য জোগাড়ের ভার দিয়ে। এভাবে নতুন গ্রাহকদের জমা করা টাকা থেকে পুরনোদের পণ্য বুঝিয়ে দেয়া হয়। কিংবা তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে 'কমিশন' অথবা 'উচ্চ হারে' মুনাফা দেওয়া হয়। এই গ্রাহক সংখ্যা যত দিন বাড়তে থাকে, ততদিন এই টাকা সংগ্রহ ও কমিশন দেয়া চলতে থাকে। কিন্তু নতুন গ্রাহক আসা বন্ধ হয়ে গেলে, অর্থাৎ ক্যাশ ফ্লো থেমে গেলেই ধস নামে এবং তখনই সবকিছু গুটিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায় কোম্পানিগুলো। এই জালিয়াতির সহজ রূপটি হল, এতে মাত্র গুটি কয়েক মানুষ লাভবান হন আর বাকী জনগণ প্রতারিত হন। এক্ষেত্রে কোন কোম্পানি এ ধরণের অবিশ্বাস্য অফার দিলে সেখানে বিনিয়োগের আগে এই ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা খোরশেদ আলম। যখন কোথাও দেখবেন খুব অল্প সময়ে বিশাল মুনাফা, মাথা ঘোরানোর মতো অফার বুঝবেন সেখানে কোন সমস্যা আছে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, এ ধরণের অফার দিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব কিনা এবং এতো অতিরিক্ত লাভ কতোটা যুক্তিসঙ্গত। তারা এখানে ঝুঁকির কথা সেভাবে বলে না। এটাও দেখার বিষয়, তিনি বলেন। এফটিএফই একইভাবে তাদের গ্রাহকদের প্রলোভন দেখিয়েছেন যে, একজন গ্রাহক যদি নতুন কাউকে এখানে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেন, তা হলে তিনি নতুন গ্রাহকের বিনিয়োগ থেকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত আয় করতে পারবেন। অনেক সময় এসব পণ্য ও সেবা কিনতে কিংবা বিনিয়োগ করতে সদস্যদের চাপ দেয়া হয়। একসাথে অনেকগুলো পণ্য বা ব্যয়বহুল ব্যবসায়িক প্যাকেজ কিনে আপনি 'অভিজাত' বা কোম্পানির উঁচু পদে আসীন হতে পারবেন বলে প্রলোভনও দেখানো হয়। আবার তাৎক্ষণিক অবিশ্বাস্য অফারে পণ্য কিনে বিভিন্ন সুবিধা পাইয়ে দেয়ার অফারও দেয়া হয়। যেখানে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ থাকে না। এসব ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে। তবে অবিশ্বাস্য অফার মানেই যে প্রতারণা সেটাও বলা যাবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, অনেক সময় ব্যবসার প্রসারের স্বার্থে শুরুতে নানা ফ্রি অফার দেয়া হয়। এটাকে ব্যবসায়ীরা প্রাথমিক বিনিয়োগ হিসেবেই দেখেন। যেমন চীনারা প্রথমে ফ্রিতে চা খাওয়াত। সেটা তাদের বিনিয়োগ ছিল। মানুষ যখন চা পানে অভ্যস্ত হল, তখন তারা দাম বসাল। এখানে কোন প্রতারণা হয়নি। একে ব্যবসার একটা উপায় বলতে পারেন। এক্ষেত্রে কোন অবিশ্বাস্য অফারের পেছনে প্রতারণা লুকিয়ে আছে সেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বের করা কঠিন। এক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি বাড়ানো জরুরি বলে তিনি জানান। মাল্টি লেভেল মার্কেটিং একটি পিরামিড আকৃতির বিপণন কৌশল। যার লক্ষ্য পণ্য বা সেবা বিক্রি করা বা বিনিয়োগ করা। যেখানে অ-বেতনভুক্ত কর্মীরা কোম্পানিকে কমিশন দিয়ে টিকিয়ে রাখে। কোম্পানিগুলো ভোক্তাদের কাছে পণ্য বা সেবা বিক্রি করার পরিবর্তে, একে একটি ব্যবসায়িক সুযোগ হিসাবে উপস্থাপন করে এবং ক্রেতাদের বলা হয় এই পণ্য ও সেবা অন্যদের কাছে বিক্রি করতে।

অর্থাৎ, এখানে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের পরই লেনদেন শেষ হয় না, বরং সামনে বহু স্তরে এটি চলমান থাকে। রিলেশনশিপ রেফারেল এবং ওয়ার্ড-অফ-মাউথ এমএলএম-এর একটি বড় অংশ।

যেখানে লাভ আসে দুই দিক থেকে। প্রথমত সরাসরি বিক্রয় বা বিনিয়োগ থেকে এবং দ্বিতীয়ত ক্রেতাদের মাধ্যমে আসা কমিশন থেকে। সহজ করে বললে এই ব্যবসার মূলমন্ত্র হচ্ছে মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো। অর্থাৎ একজন গ্রাহক শুরুতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে, পণ্য কিনে বা বিনিয়োগ করে কোম্পানির সদস্য হবেন, এরপর যদি তাদেরকে এমন আরও সদস্য যোগার করে দিতে পারেন তাহলে তিনি লভ্যাংশ বা কমিশন পাবেন। এভাবে ওই লোকেরা নির্ধারিত অর্থ খরচ করে সদস্য হবে। তারা আরও সদস্য বানাবে। এভাবে পিরামিড পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে এবং উপর সারির বিনিয়োগকারীরা নিচের সারির বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতে থাকবে।

তাদেরকে বলা হয়, তুমি যদি ১০ জন গ্রাহক আনো, তাহলে তোমার বিনিয়োগের টাকা উঠে আসবে, ২০ জন আনলে ডবল মুনাফা করবা। ওই ২০ জন আরও সদস্য আনলে সেই কমিশনের ভাগও পাবা। এভাবে লোভটা ঢুকিয়ে দেয়। আর তারাও সদস্য সংগ্রহে মরিয়া থাকে। বলেন মি. আলম।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পিরামিড স্কিম কিছুদিন চলার পর স্বাভাবিক নিয়মেই তা বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে তখন পিরামিড স্কিম ধসে পড়ে। এতে শুরুর দিকে হাতে গোনা কয়েকজন লাভবান হলেও পরের দিকে আসা বিপুল সংখ্যক গ্রাহকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এক পর্যায়ে ঐ কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে এ কারণেই এমএলএম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণত যেকোনো ব্যবসা বা বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে কোম্পানির লক্ষ্য থাকে গ্রাহকের কাছে তার পণ্য বিক্রি করা বা তাদের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। কিন্তু এমএলএম কোম্পানিগুলোর পণ্য বিক্রির পরিবর্তে সদস্য বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ বেশি থাকে। কারণ গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ার ওপরেই তাদের ব্যবসার প্রসার নির্ভর করে। তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সময় নানা ধরণের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে গ্রাহক সংগ্রহ করে থাকে। যাদের ওপর ভার দেয়া থাকে আরও মানুষের কাছে পণ্য বিক্রি করে তাদের দলের ভেড়ানো। এক্ষেত্রে তারা যে পণ্যটি বিক্রি করে সেটা তেমন মানসম্মত না হলেও আকাশচুম্বী দাম ধরা হয়, অথচ সেই পণ্যটি আপনার হয়তো কোন কাজেই লাগবে না। অনেক সময় তারা এমন পণ্যও আমদানি করে যা চলতি বাজারে নেই। এক্ষেত্রে মূল্য যাচাই করার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু লক্ষ্য যেহেতু গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো তাই পণ্যের গুণগত মান ও মূল্যের বিষয়টি আর মুখ্য থাকে না। এমএলএম এর ক্রেতাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে কোম্পানির পরিবেশক হওয়া। পরিবেশক হয়ে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা এবং তাদের মাধ্যমে কমিশন ও বোনাস অর্জন করা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি বৃহস্পতিবার ৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
24:08:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ভ্যাট আদায়ে কীভাবে কাজ করবে ইএফডি, কতটা সফল হবে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন করমূক বা ভ্যাট আদায়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় কাজ করার একটি পদ্ধতি উন্মোচন করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস বা ইএফডি সিস্টেমের ফলে ভ্যাট আদায় নিয়ে অস্বচ্ছতা কেটে যাবে বলে দাবি করছেন কর্মকর্তারা। এছাড়া গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করা ভ্যাটের হিসাব সরাসরি সরকার জানতে পারবে। বাংলাদেশে ১৯১ সাল থেকে মূসক ব্যবস্থা চালু হলেও এটি আদায় নিয়ে বরাবরই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছ থেকে মূসক আদায় করা হলেও সেটি সরকারি কোষাগারে ঠিকমতো জমা পড়ছে না। ব্যবসায়ীদের ভ্যাট আদায় নিয়ে স্বচ্ছতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার উন্মোচন করা স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা সেসব চ্যালেঞ্জ কতটা দূর করতে পারবে? ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা শাহনাজ চৌধুরী ধানমণ্ডির একটি রেস্তোরাঁয় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাতের খাবার শেষে যখন বিলের কথা জানতে চান, রেস্তোরাঁর ওয়েটার একটি সাদা কাগজে মোট বিলের অংশ লিখে টেবিলে দিয়ে যান।

রাশিয়ায় আবার ড্রোন হামলা, মস্কোর বহুতল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত

মস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর কেন্দ্রস্থলে নির্মাণাধীন একটি ভবন ড্রোন হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শহরের মেয়র সের্গেই সোবায়নিন। রাশিয়ার কর্মকর্তারা দাবি করছেন, ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করা হলে প্রযুক্তির মাধ্যমে সেটি নিয়ন্ত্রণহীন করা হয়। পরে একটি বহুতল ভবনে সেটি বিধ্বস্ত হয়।

শহরের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে মস্কো অঞ্চলের মোযহিস্ক এবং কিমকি জেলায় আরও দুটি হামলাকারী ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে।

এসব হামলায় হতাহতের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কারা এই হামলা চালিয়েছে, তাও পরিস্কার নয়। রাশিয়ার কর্মকর্তা দাবি করেছেন, এটা হচ্ছে কিয়েভের ক্ষমতাসীনদের আরেক দফা সন্ত্রাসী হামলা চালানোর চেষ্টা।

বুধবারও মস্কোর সকল বিমানবন্দরের বিমান চলাচল বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এর আগেও কয়েক দফা মস্কোয় বিমান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

রাশিয়ার রাজধানীতে ড্রোন হামলার এটি ষষ্ঠ ঘটনা বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, যে ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছিল, বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করে সেটাকে

নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলা হয়। এরপর ওই ভবনে সেটা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

টেলিগ্রামে পোস্ট করা রাশিয়ার দৈনিক পত্রিকা ইজভেস্তিয়ার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিশাল একটি ভবনের সামনে ফায়ার সার্ভিস আর জরুরি সেবার অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ তলা ভবনটির কয়েকটি জানালা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছেন, রাশিয়ায় ড্রোন হামলা চালানোর জন্য ওয়াশিংটন কাউকে উৎসাহিত করে না।

এর আগে মঙ্গলবার রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের সলৎিস২ বিমান ঘাটিতে ড্রোন হামলায় রাশিয়ার একটি দূরপাল্লার বোমারু বিমান তুপোলেভ তু২২ ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সময়েও আরও দুটি হামলাকারী ড্রোন ধ্বংস করে দেয় রাশিয়া।

সেই সঙ্গে ইউক্রেন সীমান্তের ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে আরও দুটি ড্রোন ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে বলে রাশিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন।

গত কয়েকমাস ধরে ড্রোন দিয়ে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দূরের মস্কোয় একাধিক হামলা চালিয়েছে কিয়েভ।

জুলাই মাসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ এখন রাশিয়ার দিকে যাচ্ছে।

সেই সময় মস্কোতে এক ড্রোন হামলার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই মন্তব্য করেছিলেন।

দুই দেশের চলমান এই যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার সীমানার ভেতরে আক্রমণ হওয়াকে 'স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও সম্পূর্ণ ন্যায্য' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মি. জেলেনস্কি।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তখন জানিয়েছিল, তারা তিনটি ইউক্রেনিয়ান ড্রোন ভূপাতিত করেছে। এর মধ্যে দু'টি ড্রোন অফিস ভবনের ভেতরে পড়েছে।

মস্কোয় বুধবারের ড্রোন হামলার আগে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পূর্বাঞ্চলের ইউক্রেনীয় শহর লাইমানে সারারাত ধরে রাশিয়া গোলা নিক্ষেপ করেছে। তাতে ওই এলাকায় তিনজন বয়স্ক নাগরিক নিহত হয়েছে।

আর্জেন্টিনার মানুষ যেভাবে ডলার ভালোবাসতে শিখেছে

আর্জেন্টিনা (এজেন্সী) ঃ আর্জেন্টিনার বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা বিলুপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা জেগেছে। বর্তমান মুদ্রা পেসো'র জায়গা দখল করে নিতে পারে মার্কিন ডলার। দেশটিতে চলতি বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাভিয়ের মিলেই। দেশটির আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত প্রচারনার দিক থেকে বেশ এগিয়ে আছেন মি. মিলেই। তিনি যদি আর্জেন্টিনার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহলে পেসো'র পরিবর্তে ডলারে দেশটির আর্থিক লেনদেন হবে।

আর্জেন্টিনার চলমান অর্থনৈতিক ভরাডুবি পরিবর্তনের লক্ষ্যে ডানপন্থীদের নির্বাচনি ইশতেহারে একথা বলা হয়েছে।

প্রচারণায় হ্যাভিয়ের মিলেই এগিয়ে থাকলেও দেশটির ৬০ শতাংশ মানুষ পেসোর পরিবর্তে আমেরিকান ডলার চালুর বিপক্ষে। তারা মনে করেন, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক বেশি ক্ষমতা পাবে।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, পছন্দ হোক কিংবা না হোক - আর্জেন্টিনার অর্থনীতিতে ডলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে মনে করেন আমেরিকান ডলার তাদের জীবনে অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়।

আর্জেন্টিনার মানুষ অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে অভ্যস্ত। কিছু অর্থ জমলেই তারা দ্রুত সেগুলো দিয়ে ডলার কিনে রাখে। কারণ তারা তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারেন না।

সেজন্য ব্যাংকের পরিবর্তে নিজেদের বিছানার ম্যাট্রেস এর নিচে অর্থ জমা রাখেন।

আর্জেন্টিনায় অর্থ জমিয়ে রাখার অনেক কাহিনী আছে। যেমন বাগানে পুতে রাখা, দেয়ালের মধ্যে রাখা কিংবা কোন যন্ত্রাশেংর ভেতর লুকিয়ে রাখা। মাঝেমধ্যে এসব অর্থ নষ্টও হয়ে যায়।

এসব লক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়, দেশটির অর্থনীতির কাঠামোগত কতটা প্রবল। যে কোন জটিল রোগ যেমন একদিনে হয় না, তেমনি আর্জেন্টিনার এ সংকটও একদিনে তৈরি হয়নি।

মার্কিন ডলারের প্রতি আর্জেন্টিনার মানুষের অনাস্থার থাকার খুঁজে বের করার জন্য ১৯৭০ ও ৮০'র দশকের দিকে তাকাতে হবে। তখন দেশটির অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহরূপ ধারন করেছিল। এর ফলে শুধু ৮০'র দশকেই আর্জেন্টিনার মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ৩০ শতাংশ কমেছিল।

তখন দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি এতোটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল যে মানুষের মজুরির মান ও সঞ্চয় কমে হাস্যকর অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছিল। ফলে নিজেদের মুদ্রার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে মানুষ। তাদের থাকা পেসো'র মূল্য এত দ্রুত কমে যাচ্ছিল যে মানুষ হাতে অর্থ রাখতে চাইতো না। সেজন্য তারা দুটি উপায় অবলম্বন করে অর্থ ধরে রাখতো। এরমধ্যে একটি হলো প্রচুর পরিমাণে পণ্য কিনে রাখা ও অপরটি, ডলার ক্রয় করে রাখা। এই দুই পন্থা ছাড়া অর্থ জমানোর অন্য কোনো উপায় দেশটির জনসাধারনের নিকট ছিলোনা।

পূর্বের ন্যায় বর্তমান সময়েও দেশটি ভয়াবহ সংকটে পড়েছে। প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে জীবনযাত্রার মান। বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি দাড়িয়েছে ১১৫ শতাংশে। ফলস্বরূপ, দেশটিতে দারিদ্রের হার বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ২৫ শতাংশ।

এ ধরণের পরিস্থিতি আজীবনের জন্য চলতে থাকুক সেটি পৃথিবীর কোনো আত্মমর্যাদাশীল সরকার চাইবেনা। নিজ দেশের মুদ্রা পেসো'র প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য আর্জেন্টিনার সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়ে নিয়েছে।

পেসো'র যাতে দরপতন ঠেকানো যায় সেজন্য নানা পদক্ষেপ নেয় হয়েছে। পেসোর মান ধরে রাখতে ডলারের সরবরাহও বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি।

পেসো'র প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্খী পদক্ষেপ নেয় হয়েছিল ১৯৯১ সালে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে পেসো'কে ডলারের সমমূল্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছিল। অর্থাৎ এক পেসো সমান এক ডলার - এভাবে রূপান্তর করার চেষ্টা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী সরকারগুলো ইচ্ছেমতো টাকা ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করেছিল। এখন আদেশ জারি করা হয়েছে যে প্রতি ডলারের বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে এক পেসো রাখা হবে।

ধারনাটি এমন ছিলো যে, মানুষ যে কোনো সময় পেসো'র সঙ্গে ডলারের পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু মানুষজন এক পর্যায়ে এসে দেখল যে তাদের এটা করার প্রয়োজন নেই।

কিছু সময়ের জন্য তাদের এই ধারনা কাজও করেছে। তবে এই নীতির ফলে পরবর্তিতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ফলস্বরূপ, ২০০১-০২ অর্থবছরে দেশটিতে অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হয়ে।

একটি মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে আর্জেন্টিনা তাদের অর্থনীতিক নীতির ঠিকাদারি মূলত ওয়াশিংটনের কাছে দিয়ে দিল।

এর ফলে দুটো বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল। একটি হচ্ছে, তাদের সরকারি ঋণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং অপরটি হচ্ছে, আমেরিকার অর্থনীতির উত্থানপতন আর্জেন্টিনাকেও প্রভাবিত করতে লাগলো।

এই সংকটের পর থেকে গত দুই দশক ধরে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে রক্ষনশীল বামপন্থী সরকার। এই দুই দশকে পেসো'র বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে তারা যেসসব উদ্যোগ গ্রহন করেছিল।

এর ফলে পেসো দিয়ে ডলার কেনা আরো কঠিন হয়ে গেল। আর্জেন্টিয় বর্তমানে এক ডজন এক্সচেঞ্চ রেট হয়েছে। এটা নির্ভর করছে কারা এবং কেন ডলার ক্রয় করতে চায় তার উপর।

অফিসিয়াল মূল্য অনুসারে, বর্তমানে এক ডলারের জন্য ২৮৭ পেসো প্রদান করতে হয়। তবে এখানেও আছে নানা শর্ত। একজন ক্রেতা মাসে ২০০ ডলারের বেশি ক্রয় করতে পারবেনা। শুধু তাই নয়, পেসো'কে ডলারে রূপান্তরের লেনদেনের জন্যও ক্রেতাকে কর দিতে হবে।

পেসোকে ডলারে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুধু এই একটি প্রক্রিয়াই নয়। রয়েছে আরো কতিপয় উদ্ভট নীতিমালা।

এর মধ্যে একটি হলো 'কোল্ডপ্লে ডলার রেট', এবং অপরটি 'মেলবেক রেট'। যেসব বিদেশী রক ব্যান্ড আর্জেন্টিনা ভ্রমণে আসে তাদের জন্য 'কোল্ডপ্লে রেট' প্রযোজ্য, যেখানে এক ডলারের বিনিময় মূল্য ৩৭৪ পেসো। এছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য মেলবেক রেট, যেখানে এক ডলারে ৩৪০ পেসো দেয়া হয়।

অফিসিয়াল মূল্য অনুসারে, বর্তমানে এক ডলারের জন্য ২৮৭ পেসো প্রদান করতে হয়।

এতোকিছুর পরেও আর্জেন্টিনার মানুষ ডলারের জন্য ব্যাকুল। ডলারে মূল্য পরিশোধ করলে দেশটির ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে একজন রেস্টুরেন্ট মালিক - সবাই সাদরে সেটি গ্রহণ করে। এসব কিছুই ডলারাইজেশন চালু করার জন্য কাঙ্খিত হলেও বিষয়টি আসলে এরকম হওয়া ঠিক নয়। এটা আসলে এভাবে হয় না। আর্জেন্টিনার শক্তিশালী প্রতিবেশি ব্রাজিল এই অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল এবং তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিল।

ডলারের বিপরীতে ব্রাজিলের মুদ্রার যাতে বড় ধরণের উঠানামা না করে সেজন্য নিয়ম চালু করেছিল। অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণও ব্রাজিলকে সহায়তা করেছিল যাতে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অনাস্থা তৈরি না হয় এবং ডলারের প্রতি তাদের কোন মোহ না জন্মায়।

শত আবেদন করার পরও ব্রাজিলের কোনো দোকান থেকে নগদ ডলার দিয়ে আপনি কিছু কিনতে পারবেন না। একবার সাও পাওলোতে এক রেস্তোরায় খাবারের মূল্য প্রদান করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে ডলারের মাধ্যমে মূল্য গ্রহনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কেননা তাদের ক্রেডিট কার্ড মেশিনটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। ডলারের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করার প্রস্তাব করার জন্য দোকানের মালিক আমাকে আটকে রেখেছিল। পরবর্তীতে আমার বন্ধুকে ফোন করে করে ডেকে আমার বিল দিয়ে যেতে হয়েছিল।

বর্তমান উভয় দেশ ৯০'র দশকে করা ওয়ান টু ওয়ান বিনিময় হার নীতি থেকে অনেক দূরে আছে।

আর্জেন্টিনা দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ নয় যেখানে ডলারকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। এর আগে একুয়েডরের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তে ডলার প্রচলন হয়েছে এবং তাদের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে।

মণিপুর সঙ্কটে যেভাবে দুই পক্ষের রোষের শিকার পাঙ্গাল মুসলিমরা

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে গত কয়েক মাস ধরে চলা রক্তাক্ত জাতিসংঘাতের মাঝখানে পড়ে সেখানে বসবাসবাসকারী তিন লক্ষরও বেশি 'পাঙ্গাল' মুসলিম দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন।

মণিপুরের পাঙ্গাল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাজ্যের বিবদমান দুটি গোষ্ঠী - মেইতেই এবং কুকি-জোমি - উভয়েই এখন তাদের অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন এবং তারা দু'তরফ থেকেই হামলার আশঙ্কায় ভুগছেন। পাঙ্গালদের একটি সংযুক্ত কমিটি গত সপ্তাহান্তে দেশের রাজধানী দিল্লিতে এসে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন - যাতে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

ওই কমিটির মুখপাত্র মহম্মদ রইস আহমেদ টাম্পাক এদিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, মণিপুর এখন পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্রর চেহারা নিয়েছে!

আর পাঙ্গাল মুসলিমরা রাজ্যের যেখানে থাকেন সেটাকে বলা যেত পারে ওই যুদ্ধের বাফার জোন - কারণ আমাদের বসবাস মেইতেই আর কুকি-জোমি অধ্যুষিত এলাকার ঠিক সীমান্তে।

এখন এই সংঘাতে আমরা কারওরই পক্ষ না-নিয়ে শান্তি ফেরানোর কথা বলছি - কিন্তু এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা একরকম 'মাইনকার চিপা'য় পড়ে গেছি বলেই মনে হচ্ছে।

'মাইনকার চিপা' হল এমন একটি বাংলা শব্দবন্ধ - যখন কেউ কোনও সঙ্কটের মাঝখানে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে পরিত্রাণের রাস্তাও তার হাতে থাকে না - সেই পরিস্থিতিকে বোঝাতেই তা ব্যবহৃত হয়। মি. আহমেদ অল্প অল্প বাংলা জানেন বলে এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত।

মণিপুরের মেইতেই-প্রধান বিষ্ণুপুর ও কুকি-প্রধান চূড়াচাঁদপুর জেলার সীমান্তে যে কোয়াকটা শহর, সেখানেই পাঙ্গালরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন।

এই কোয়াকটাতে ৯০ শতাংশেরও বেশি বাসিন্দা মুসলিম ধর্মাবলম্বী, যাদের সঙ্গে চলমান সংঘাতের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই।

অথচ তাদেরও এখন হামলার ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতে হচ্ছে বলে পাঙ্গাল নেতারা জানাচ্ছেন।

গত ৩রা মে মণিপুরে ভয়াবহ জাতিযুদ্ধ শুরু হওয়ার দিনকয়েক পরেই রাজ্যের পাঙ্গাল মুসলিমরা 'ইউনাইটেড মেইতেই পাঙ্গাল কমিটি' (ইউএমপিসি) - মণিপুর নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের কাছাকাছি এই পাঙ্গাল মুসলিমরা।

মণিপুরের মুসলিম বা 'পাঙ্গাল'রা নিজেদের মেইতেই বলেই গণ্য করেন - যদিও অতীতে হিন্দুপ্রধান মেইতেই ও পাঙ্গালদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে।

১৯৯৩ সালে রাজ্যের থৌবাল জেলায় এমনই এক সাম্প্রদায়িক হামলায় শতাধিক পাঙ্গাল মুসলিমের প্রাণহানি হয়েছিল।

এবারের মেইতেই-কুকি সংঘর্ষে পাঙ্গালরা যাতে কোনওভাবে জড়িয়ে না-পড়েন সম্প্রদায়ের নেতারা সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই খুব সতর্ক ছিলেন।

ইউএমপিসি নেতারা বলছেন, সংঘাতদীর্ণ রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা আগাগোড়া কাজ করে আসছেন। কুকি বা মেইতেই কারও পক্ষ নিয়েই তারা কোনও বিবৃতি দেননি - শুধু শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন।

কিন্তু সংঘাত শুরু হওয়ার পর প্রায় মাসচারেক পরে এসে এখন দেখা যাচ্ছে তাতেও কিন্তু পাঙ্গালরা শেষরক্ষা করতে পারেননি।

গত ৬ অগাস্ট পাঙ্গাল-অধ্যুষিত কোয়াকটা শহরে তিনজন হিন্দু মেইতেই নিহত হন। ওই ঘটনার পর মেইতেইরা সন্দেহ করেন, স্থানীয় পাঙ্গাল মুসলিমরাই বোধহয় এই হত্যাকান্ডে লাগোয়া এলাকার কুকি-জোমিদের সাহায্য করেছেন।

এদিকে কোয়াকটা শহরের খুব কাছেই লেইথান নামে একটি গ্রামও পুরোপুরি খালি করে দিয়ে সেখানে বসবাসকারী পাঙ্গালরা অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই খালি গ্রামের দখল নিয়ে সশস্ত্র মেইতেই গোষ্ঠীগুলো সেখানে তাদের ঘাঁটি গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে চূড়াচাঁদপুরে কুকিদের ওপর হামলা চালানো হতে থাকে।

এরপর প্রধানত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত কুকি-জোমিরাও মনে করতে শুরু করেছেন, পাঙ্গাল মুসলিমরা নিশ্চয় মেইতেইদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ওপর হামলার পরিকল্পনা আঁটছেন।

ইউএমসিপি মণিপুরের আহ্বায়ক মওলানা মুহিয়েদ্দিন সে কারণেই বিবিসিকে বলছিলেন, গোটা রাজ্য জুড়ে যে জাতিভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রমরমা শুরু হয়েছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা পাঙ্গালরাও তার শিকার হচ্ছি।

বস্তুত বিভিন্ন জাতিধর্মের লোকজনের বসবাসের কারণে যে মণিপুরকে একদিন 'মিনি ইন্ডিয়া' বলে লোকে চিনত, ধর্মীয় বিভাজনের কারণে তা আজ টুকরো টুকরো হওয়ার পথে - এমনও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তিনি।

এই উদ্বেগের কথা দিল্লিতে সরকারের কানে পৌঁছে দিতেই মণিপুরের পাঙ্গাল নেতারা গত সপ্তাহে দেশের রাজধানীতে এসেছিলেন।

মণিপুরে শান্তি ফেরানোর আর্জি জানিয়ে তাঁরা স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কার্যালয়ে।

রাজ্যে তাঁরা দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন।

গত ১৮ অগাস্ট ইউএমসিপি নেতারা দিল্লির ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবেও একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। বস্তুত এর পর থেকেই মণিপুর সঙ্কটে সেখানকার মুসলিমদের দুর্দশার দিকে জাতীয় পর্যায়ে মূল ধারার মিডিয়ার নজর পড়তে শুরু করেছে।

ভারতের মণিপুরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যে বেশ কয়েকশো বছর ধরে বসবাস করছেন, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়।

মণিপুরে প্রথম বড় আকারে মুসলিম বসতির সূত্রপাত সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায়, যখন আজকের বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল থেকে এক বিরাট মুসলিম সৈন্যবাহিনী মণিপুরের তখনকার রাজা খাগেম্বার (১৫৯৭ - ১৬৫২) রাজত্বে হামলা চালিয়েছিল।

তখন অবশ্য ওই রাজত্বের নাম ছিল কাংলেইপাক।

রাজা খাগেম্বা যুদ্ধে জিতলেও পরাজিত মুসলিম সেনাদের তার রাজত্বে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দিয়েছিলেন - আর সেই সুবাদেই মণিপুরে ইসলামের প্রবেশ। পরে মণিপুরের মুসলিমরা ধীরে ধীরে ওই এলাকার মূল ধারার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গিয়েছেন, রাজার সেনাবাহিনী ও প্রশাসনেও তারা অনেকেই চাকরি করতেন।

বস্তুত অষ্টাদশ শতকে বার্মা কিংবা উনিশ শতকে ব্রিটিশ বাহিনী মণিপুরে যে অভিযান চালিয়েছিল, তা রুখে দিতে রাজ্যের মুসলিম সৈন্যরা বড় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে গবেষকরা জানাচ্ছেন।

তবে মণিপুরে এই ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কীভাবে 'পাঙ্গাল' নামে পরিচিত হলেন, তার উৎস নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত আছে।

কেউ কেউ বলেন, পাঙ্গাল শব্দটি এসেছে 'মাঙ্গাল' থেকে - যেটি বাদশাহী 'মুঘল' শব্দের একটি স্থানীয় অপভ্রংশ।

আবার কোনও কোনও গবেষক মনে করেন, পাঙ্গাল কথাটি এসেছে 'বঙ্গাল' বা বাংলা থেকে - কারণ একদা ওই অঞ্চল থেকে এসেই বেশিরভাগ মুসলিম মণিপুরে এসেছিলেন।

নামকরণের উৎস যাই হোক, পাঙ্গালরা আজ যে মণিপুরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। পর্যবেক্ষকরা বলেন, ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভায় অন্তত ১৮টি আসনের ফলাফল প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন পাঙ্গালরা।

রাজ্যে এই মুহূর্তে অন্তত তিনজন পাঙ্গাল মুসলিম এমএলএ আছেন, সরকারি প্রশাসন বা পুলিশেও পাঙ্গালদের সংখ্যা কম নয়।

তবে তাই বলে জনসংখ্যার মাত্র আটনয় শতাংশ লোক হয়ে আমরা নিশ্চয় ৫০ শতাংশ হিন্দু বা ৪০ শতাংশ খ্রিষ্টান ভাইদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব না!

বরং আমরা সেই শুরু থেকে কোয়াকটাতে ত্রাণ শিবির চালাচ্ছি, দুর্গতদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করছি। আমরা কারও পক্ষে নই - শুধুমাত্র শান্তির পক্ষে!

আর এই জিনিসটা কুকি আর মেইতেইরা বুঝলেই পাঙ্গালরা একটু শান্তি পাবে, বিবিসিকে বলছিলেন রইস আহমেদ টাম্পাক।